গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি-সিডিএমপি

জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন ও ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রতিবেদন

বাস্তবায়নে ঃ ধুবিল ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ।

সূচী পত্র

মুখবন্ধ... I

কৃতজ্ঞতা স্বীকার...II

ভূমিকা ও পটভূমি ঃ

....০১

১। এলাকা পরিচিতি ঃ

....০১

২। কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো ঃ

....০১

৩। স্টেকহোল্ডার ঃ

....০১

৩.১। কর্মশালার স্থান ও তারিখ ঃ

....০২

৪। স্থানীয় এলাকা, সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০২

৪.১। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০২

অবস্থান/ আয়তন ঃ

....০২

প্রকৃতি ঃ

....০২

জনসংখ্যা ঃ

....০৩

যোগাযোগ, অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

....০৩

শিক্ষার হার ঃ

....০৩

স্বাস্থ্য সেবা ঃ

....০৪

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ

....০৪

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ

....০৪

সূচী পত্র

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ

....০৪

মাটির প্রকৃতি ঃ

....০৫

কৃষি ও খাদ্য ঃ

....০৫

বনায়ন ঃ

....০৫

জীব বৈচিত্র্য ঃ

....০৬

পানি ও পয়নিষ্কাশন ঃ

....০৭

পশু পালন ঃ

....০৭

৪.২। স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

....০৭

সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ

....০৭

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

....০৮

ধর্মীয়/সামাজিক দল ঃ

....০৮

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

....০৮

৫। স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত ঃ

....০৯

বন্যার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....০৯

ঝড়ের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

....০৯

খরা প্রবণতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

....০৯

সূচী পত্র

জলাবদ্ধতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ
....১০
অতিবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
শিলাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
রোগ বালাই এর ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
কুয়াশার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ
....১০
৬। সরকারী/বেসরকারী বরাদ্দ ঃ
....১০
টিআর ঃ
....১০
কাবিখা ঃ
....১০
কাবিটা ঃ
....১১
কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর পরিকল্পনা ঃ
....১১
ভিজিডি ঃ
....১১
৭। ঝুঁকি মোকাবেলার প্রচলিত পদ্ধতি ও প্রস্তুতি ঃ
....১১
বন্যা ঃ
....১১
ঝড় ঃ ১১
খরা ঃ
....১১
নদীভাঙ্গন ঃ
....১২
জলাবদ্ধতা ঃ
....১২

সূচী পত্র

কুয়াশা ঃ
....১২
৮। এলাকা পরিভ্রমন ঃ
....১২
প্রক্রিয়া ঃ
....১২
৯। এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা ঃ
....১৪
৯.১। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপদসমূহ ঃ
....১৪
৯.২। আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (**Seasonal Hazard Calendar**) ঃ
..........................১৪
প্রক্রিয়া ঃ
....১৪
বন্যা ঃ
....১৪
নদীভাঙ্গনঃ
....১৫
ঝড় ঃ
....১৫
খরাঃ
....১৫
জলাবদ্ধতা ঃ
....১৫
অতিবৃষ্টিঃ...১৫
শিলাবৃষ্টি ঃ
....১৫
রোগবালাইঃ
....১৫
৯.৩। জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (**Seasonal Livelihood Calendar**) ঃ
...................১৬
প্রক্রিয়া ঃ
....১৬
কৃষি ঃ
....১৬

সূচী পত্র

ক্ষুদ্রব্যবসা ঃ
....১৬
তাঁত শিল্প ঃ
....১৬
চাকুরী ঃ
....১৬
মৎস্যজীবি ঃ
....১৬
দিনমজুর ঃ
....১৬
রিক্সা/ভ্যান চালক ঃ
....১৬

৯.৪ । আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা ঃ
....১৭
প্রক্রিয়া ঃ
....১৭
আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম ঃ
....১৮
বন্যাঃ
....১৯
নদীভাঙ্গনঃ
....১৯
ঝড় ঃ
....১৯
খরা ঃ
....১৯
জলাবদ্ধতা ঃ
....১৯
অতিবৃষ্টি ঃ
....১৯
শিলাবৃষ্টি ঃ
....১৯
রোগবালাইঃ
....১৯

সূচী পত্র

১০ । এলাকার সার্বিক বিপদাপন্নতা ঃ
....১৯
১০.১ । বিপদাপন্ন খাত ঃ
....১৯
১০.২ । বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান ঃ
....২০
১০.৩ । বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ ঃ
....২১

১১ । সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র ঃ
....২১
১১.১ । সামাজিক মানচিত্র ঃ
....২১
১১.২ । আপদ মানচিত্র ঃ
....২৩
১১.৩ । ঝুঁকি মানচিত্র ঃ
....২৫

১২ । স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ ঃ
....২৬
১২.১ । খাত ভিত্তিক ঝুঁকির বিবরণ ঃ
....২৬
১২.২ । ঝুঁকির বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন ঃ
....২৭

১৩ । ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়নঃ
....৩০
১৩.১ । ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ
....৩০
১৩.২ । ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণঃ
....৩৫
১৩.৩ । ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন ঃ
....৩৬
১৩.৪ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (মূল উপায়কে ঘিরে) ঃ
....৩৭

সূচী পত্র

১৩.৫ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (বিকল্প উপায়কে ঘিরে) ঃ
....৩৮
১৩.৬ । চলমান কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা ঃ
....৩৯
১৩.৭ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (মূল উপায়কে ঘিরে) ঃ
..............................৩৯
১৩.৮ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিকল্প উপায়কে ঘিরে) ঃ
...........................৪০

১৪ । ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা ঃ
....৪১
১৪.১ । সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারদের মতামতঃ
.... ৪১

১৫ । চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় বিষয় ঃ
....৪১

১৬ । উপসংহার ঃ
....৪১

পরিশিষ্ট
১ । স্টেকহোল্ডার পরিচিতি ঃ
....৪২

সমাপ্ত

ভূমিকা ও পটভূমিঃ

১। এলাকা পরিচিতি ঃ

০৩ নং ধুবিল ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। রায়গঞ্জ উপজেলার মধ্যে অত্র ইউনিয়নটি আয়তন ৬৬৬০ একর। ধুবিল ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা ২৭ টি। ধুবিল ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার দক্ষিন পাশে অবস্থিত। ধুবিল ইউনিয়নের মৌজার সংখ্যা মোট ১৭টি। ইউনিয়নের সর্বত্রই সমতল ভুমি। মাঝে মাঝে কিছু নীচু এলাকা আছে সেখানে প্রায় সরা বছর জলাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। ইউনিয়নের জনগণ কোন বছরই বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা পায় না। এখানকার মানুষ প্রতি নিয়তই বিভিন্ন প্রকার দূর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে টিকে আছে।

২। কেন এ এলাকায় সিআরএ করা হলো ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় দীর্ঘ দিন ধরে দেশে দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী ত্রান ও পুনর্বাসন নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বর্তমানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের ‘‘সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)” অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপন ও নিরসনকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ত্রান ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানব সৃষ্ট আপদ সমূহের প্রভাব থেকে জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতাকে একটি প্রশমনযোগ্য এবং সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা ও খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে সিডিএমপি বাংলাদেশের ৭টি দুর্যোগ প্রবন জেলাকে পাইলট প্রকল্প এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা অন্যতম একটি।

রায়গঞ্জ উপজেলাটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্যতম দুর্যোগ কবলিত এলাকা। বন্যা নদীভাঙ্গন, ঝড়, খরা, আর্সেনিক, শৈত্যপ্রবাহ ও শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি আপদ সমূহ প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয়। এ জন্য খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর‘‘সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি)” আওতায় রায়গঞ্জ উপজেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি নিরুপন ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করে তাদের আপদকালীন বিপদাপন্নতা নিরসনের সহায়তা করবে।

৩। স্টেকহোল্ডার ঃ

ধুবিল ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড থেকে কৃষক, প্রতিবন্ধী, ভূমিহীন ও নারী প্রতিনিধিগণ এবং সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার হিসাবে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাগণ, সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহন করেছে। উল্লেখ্য যে, সিডিএমপির দেয়া গাইড লাইন অনুসরন করে সিআরএ অংশগ্রহনকারী নির্বাচন করা হয়েছে।

৩.১। কর্মশালার স্থান ও তারিখ ঃ

অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে এবং যোগাযোগের সুবিধার্থে সিআরএ কর্মশালার স্থান প্রথম ২ দিন সাবেক ২ ও সাবেক ৩ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী কর্মশালাগুলি সোনাখাড়া ইউপি অফিসে আয়োজন করা হয়। কর্মশালা ২৮.০২.০৭ ইং তারিখ হতে ২৯.০৩.০৭ইং তারিখের মধ্যে সম্পূর্ন করা হয়

দিন	ওয়ার্ড (সাবেক)	তারিখ	ধাপ	কাজ	অংশগ্রহণকারী	স্থান
১ম দিন	১	২৮.০২.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	ইউপি অফিস
-	২	০১.০৩.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	,,
-	৩	০৩.০৩.০৭	১-৩	১-৫	৬×৪ = ২৪ জন	,,
২য় দিন	১,২,৩	০৫.০৩.০৭	৪	৬-৮	প্রতিদল থেকে ২ জন করে এরূপ ১২ টি দল থেকে ১২×২ = ২৪ জন	,,
৩য় দিন	১,২,৩	০৬.০৩.০৭	১-৪	একত্রীকরণ	সহায়ক,সহঃসহায়ক, মাঠ কর্মকর্তা	,,
৪র্থ দিন	১,২,৩	০৭.০৩.০৭	৫	প্রথম পরিকল্পনা	২য় দিনের অংশগ্রহনকারী ও পরোক্ষ ষ্টেকহোল্ডার	,,
৫ম দিন	১,২,৩	২১.০৩.০৭	৬	১০-১৩	২য় দিনের অংশগ্রহনকারী	,,
৬ষ্ট দিন	১,২,৩	২৪.০৩.০৭	১-৬	একত্রীকরণ	সহায়ক,সহঃসহায়ক, মাঠ কর্মকর্তা	,,
৭ম দিন	১,২,৩	২৯.০৩.০৭	৭	চুড়ান্ত পরিকল্পনা	২য় দিনের অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ ষ্টেকহোল্ডার, (যেমনঃ ইউডিএমসি, ইউপি,এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ)	,,

৪। স্থানীয় এলাকা, সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

৪.১। স্থানীয় এলাকা সম্পর্কিত বিবরণ ঃ

অবস্থান/ আয়তন ঃ ০৩ নং ইউনিয়নটি সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্চ উপজেলায় অবস্থিত। রায়গঞ্জ উপজেলার মধ্যে অত্র ইউনিয়নটি আয়তন ৬৬৬০ একর। ধুবিল ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা ২৭ টি।

প্রকৃতি ঃ ইউনিয়নটি অত্যন্ত দুর্যোগ প্রবন এলাকা। ইউনিয়নটির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে ফুলজোড় করতোয়া নদী । প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছরই বন্যা ও নদীভাঙ্গন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত করে। সমতল ভূমি বেষ্টিত ধুবিল ইউনিয়নটির বসত বাড়ী ও রাস্তা থেকে বিভিন্ন ফসলের মাঠ কিছুটা নীচু, বর্ষা মৌসুমে নীচু এলাকার ফসলের মাঠ গুলো বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত করে। শীতকালে সরিষা সহ বিভিন্ন রবি শস্যের চাষাবাদ করা হয়। ইউনিয়নের বসতবাড়ীর আঙিনায় ও বিভিন্ন রাস্তার পাশে গাছপালা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত, অনেক ক্ষেত্রে পায়ে হাঁটা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না ।

জনসংখ্যা ঃ গত ২০০১ সালের ইউনিয়ন পরিষদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ধুবিল ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ২৩৫৯৯ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১১৯৭৯ জন এবং মহিলা ১১৬২০ জন।

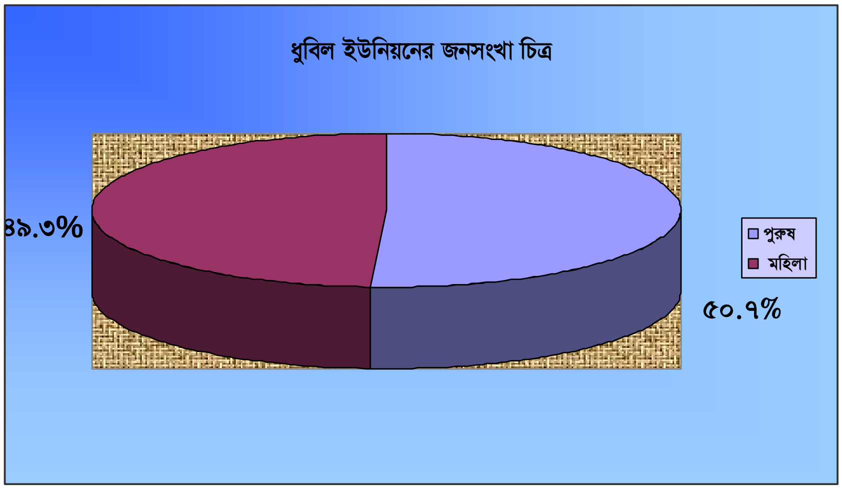

যোগাযোগ, অবকাঠামো ও ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ধুবিল ইউনিয়নের কিছু কিছু যায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই অনুন্নত। বর্ষার সময় ইউনিয়নের অনেক যায়গায় চলাচলের একমাত্র বাহন নৌকা।শুস্ক মৌসুমে ভ্যান/রিক্সা/বাইসাইকেল একমাত্র বাহন। অনেক ক্ষেত্রে পায়ে হাটা ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকে না।

শিক্ষার হার ঃ ইউনিয়নের শিক্ষার হার প্রায় ৩৪%। ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২ টি (সরকারী ১০টি ও বেসরকারী ১২ টি), উচ্চ বিদ্যালয় ২ টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ০২ টি ফাজিল মাদ্রাসা ১টি, দাখিল মাদ্রাসা ৩ টি, ফোরকানীয়া মাদ্রাসা ১৩ টি। (তথ্য সূত্র: এফজিডি এবং উপজেলা শিক্ষা অফিস)।

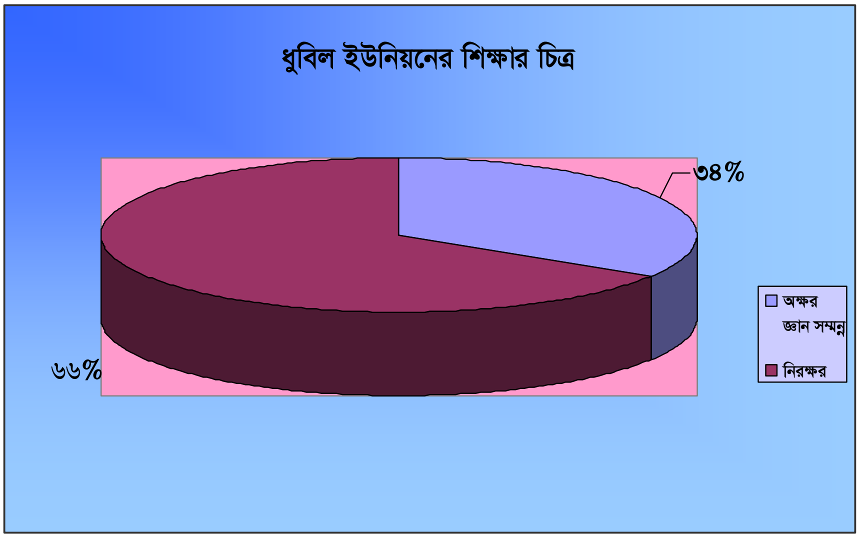

স্বাস্থ্য সেবা ঃ ধুবিল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চিত করার জন্য ১টিঃইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র", ১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক" ও ১টি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এছাড়া বিভিন্ন হাঁট-বাজারে ও গ্রামে রয়েছে গ্রাম্য ডাক্তার, কবিরাজ ও ঔষধের দোকান । ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার না থাকায় ইউনিয়নের চিকিৎসা সেবার মান একেবারেই নগণ্য। জটিল কঠিন রোগ-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য ইউনিয়ন বাসীদের উপজেলা ও জেলা শহরের চিকিৎসকদের স্মরনাপন্ন হতে হয় (তথ্য সূত্রঃ এফজিডি এবং ইউপি)।

প্রাকৃতিক সম্পদ ঃ প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্য রয়েছে আবাদী জমি, অনাবাদী জমি, খাল, নদী, বিল, ডোবা, পুকুর, গাছপালা (আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, মেহেগিনি, ইউক্লেলিপটাস, পাইকোর, কামরাঙ্গা, জলপাই, শিমুল, কড়াই, নিম, অর্জুন ইত্যাদি), পানি ও মৎস্য ইত্যাদি ।

ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ ঃ মসজিদ-৭৮ টি, মন্দির ৪টি, হাঁট বাজার-৫টি, খেলার মাঠ-৩টি, ডাকঘর-৩ টি ।

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার ঃ ইউনিয়নের মোট জমির পরিমান প্রায় ৬৬৬০ একর। তন্মধ্যে আবাদীজমির পরিমান ৫০০২.৪৪ একর এবং অনাবাদী জমির পরিমান ১৬৫৮.৫ একর। আবাদী জমিতে ধান, পাট, কলাই, ভূট্টা, বেগুন, আলু, মরিচ, আখ, পিঁয়াজ ও বাদাম চাষ করা হয় ।

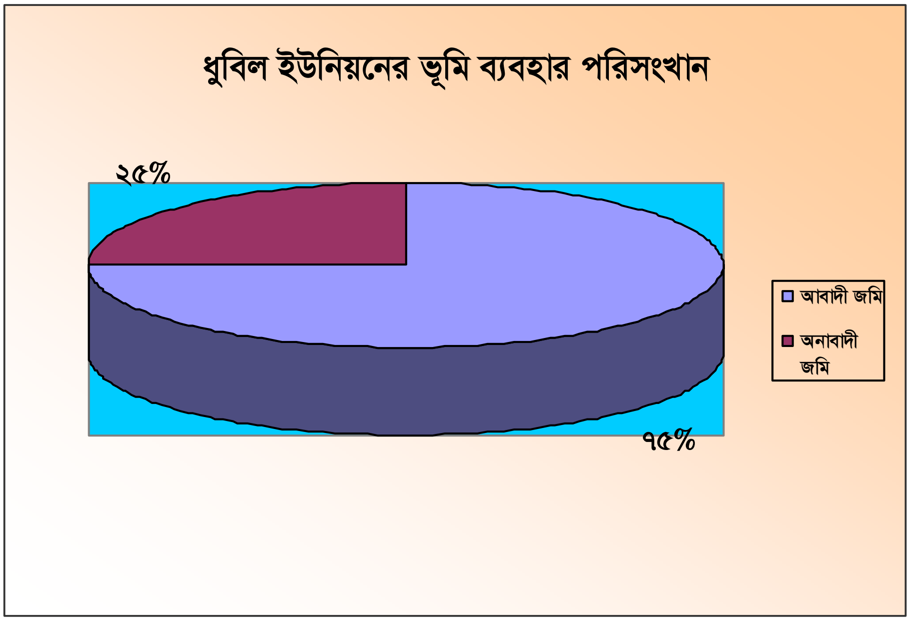

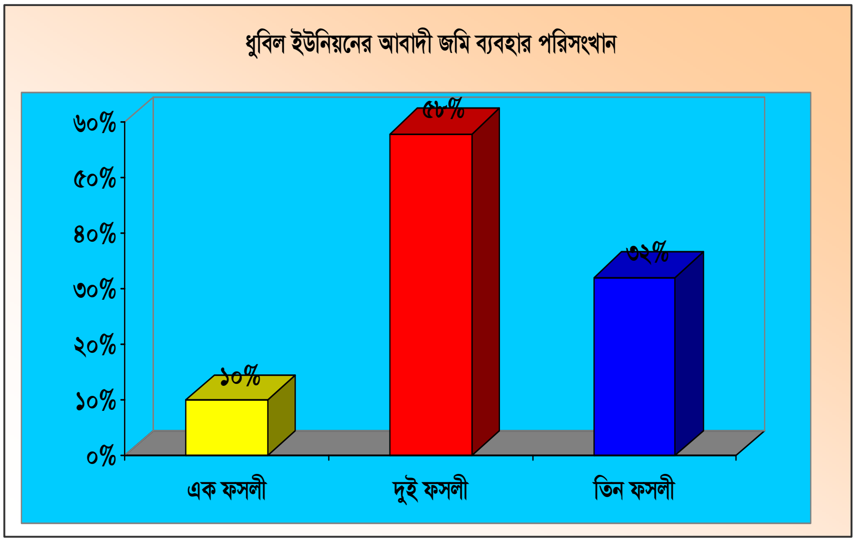

মাটির প্রকৃতি ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে কৃষি জমির মাটি দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ, এটেল। চরাঞ্চলের মাটি বেলে এবং রাস্তা ও বসতবাড়ীর মাটির প্রকৃতি বেলে ও বেলে দো-আঁশ।

কৃষি ও খাদ্য ঃ

ধুবিল ইউনিয়নের লোকজনের প্রধান পেশা হচ্ছে কৃষি। রবি মৌসুমে (অগ্রহায়ন-চৈত্র) পিয়াজ, গম, সরিষা, মুশরী, খেশারী ও শীতকালীন শাক-সব্জী চাষাবাদ হয়। খরিপ মৌসুমে (চৈত্র-অগ্রহায়ন) পাট, বোনা আউস, বোনা আমন ধান ও রোপা আমন ধান উৎপন্ন হয়। পাট কাটার পর এ মৌসুমে স্বল্প পরিমানে শাক-সব্জীও চাষ হয়। ইউনিয়নের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট এবং রোপা আমন ধান। তন্মধ্যে খাদ্যশস্য জাতীয় ফসলই প্রধান। উক্ত ইউনিয়নের চাষাবাদে সনাতন পদ্ধতির পাশাপাশি আধুনিক পদ্ধতিতেও চাষাবাদ করা হয়। যেমন- কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাঙ্গল-বলদের পরিবর্তে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষাবাদ করা হয়। প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে প্রতিটি মাঠে শ্যালো মেশিন বসিয়ে ফসলের ক্ষেতে প্রয়োজনীয় সেচ দেওয়া হয়।

বনায়ন ঃ

প্রয়োজনের তুলনায় ধুবিল ইউনিয়নে গাছপালার পরিমান কম। আজ থেকে ২০/২৫ বছর পূর্বে এ ইউনিয়নে পর্যাপ্ত পরিমানে ঝোঁপঝাড় ও গাছপালা ছিল, যার এক তৃতীয়াংশও এখন আর নেই। নদী ভাঙ্গন. চাষাবাদের প্রয়োজনে আবাদী জমি বৃদ্ধি, নতুন নতুন বসতবাড়ী নির্মান, স্থানীয় প্রজাতির গাছপালা নির্বিচারে কর্তন করার কারনে ইউনিয়নের গাছ পালা সম্পদ কমে গেছে। কিছু কিছু রাস্তার ধারে বনায়ন, প্রতিষ্ঠান বনায়ন ও কিছু কিছু ফসলী জমির পার্শ্বে ইউক্যালিপটাস গাছ আছে। প্রাকৃতিক বন তেমন নেই, তবে রাস্তার পার্শ্বে, বসতবাড়ীর আশেপাশে জন্মানো দেশীয় প্রজাতির সামান্য গাছপালা থাকলেও বৃক্ষ রোপনের তুলনায় বৃক্ষ নিধনই বেশী হচ্ছে। ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি বসত বাড়ীতে কম বেশী ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছপালা আছে। ইদানিং বসত বাড়ীতে বৃক্ষ রোপনের হার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে ফলজ গাছের সংখ্যা খুবই কম। কেননা বন্যার পানিতে আম ও কাঁঠাল গাছ প্রতি বছরই মারা যায়। কিছু কিছু ঔষুধি গাছ (নিম, অর্জুন) লক্ষ্য করা যায়।

জীব বৈচিত্র্য ঃ

ধুবিল ইউনিয়নের জীববৈচিত্রের মধ্যে রয়েছে এখানকার জলজ উদ্ভিদ, বৃক্ষ সম্পদ, স্থলজ ও জলজ প্রাণীকুল, বিভিন্ন জাতের পাখী ইত্যাদি । যা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল ।

গাছপালাঃ

আম, জাম, কাঁঠাল, পিয়ারা, মেহেগিনি, ইউক্যালিপটাস, শিশু, শিমুল, কদম, বাবলা, তালগাছ, ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয় । এখানকার কাঠজাতীয় বৃক্ষের মধ্যে মেহগিনি, শিশু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ।

ফুলঃ

জবা, গাদা, ঘাসফুল, বেলী ইত্যাদি ।

ফলঃ

আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, কুল, পেয়ারা, তাল, নারিকেল, সুপারী ইত্যাদি । তবে জাম, খেজুর, কদবেল, তেঁতুল, আমড়া, কামরাংগা, সজনে,লিচু, ডালিম, লেবু, জামরুল এ জাতীয় ফল খুব কম দেখা যায় ।

ভেষজ গাছপালাঃ

নিম, অর্জুন, আকন্দ, তুলসী, স্বর্ণলতা, দূর্বা, ভাদলা প্রভৃতি ।

জলজ উদ্ভিদঃ

কুচুরিপানা, শাপলা, কলমীলতা, শেওলা ইত্যাদি ।

বন্যপ্রাণী ঃ

পাতিশিয়াল, খেঁকশিয়াল, বেজী, বাগডাসা, শুকর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদি খুবই কম ।

স্তণ্যপায়ী প্রাণীঃ

বাদুর, চামচিকা ।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী ঃ

সাপ, গুইসাপ, মেটে সাপ, দোড়া সাপ, কুইচা, কচ্ছপ, কুনো ব্যাঙ প্রভৃতি ।

উভচর প্রাণীঃ

সোনা ব্যাঙ, জলা ব্যাঙ ।

পাখীঃ

শালিক, চড়ুই, কাক, বক, ঘুঘু, কাকাতুয়া, হলদে পাখি, বাবুই, টুনটুনি, কোকিল, কাঠঠোকরা, কবুতর, পানকৌড়ি, দোয়েল, সুইচোরা ইত্যাদি ।

অতিথি পাখি ঃ

গাংচিল, পারকৌড়ী, বালিহাঁস । (অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি আসে এবং ফাল্গুনের মাঝামাঝি চলে যায়)

মৎস্য সম্পদ ঃ

পুঁটি, টাকী, শোল, গজার, কৈ, শিং,মাগুর, ভেদা, খলিসা, চুচড়া, টেপা, বাইলা, চিংড়ি, বাইম, টেংরা, কাকিলা, খসল্লা, চিতল, আইড়, বোয়াল, কালবাউস, বাঁচা, রুই, কাতলা, মৃগেল, পাবদা, বাগাইড় মলা, কাচকি ইত্যাদি ।
পুকুরে চাষকৃত মাছ ঃ রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প, মিররকার্প, স্বরপুটি, পাংগাস ইত্যাদি ।

পানি ও পয়নিষ্কাশন ঃ

ধুবিল ইউনিয়নের সকল এলাকায় অগভীর নলকুপের পানিতে সামান্য পরিমানে আর্সেনিক সনাক্ত হয়েছে। আর্সেনিকমুক্ত নিরাপদ পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে অত্র ইউনিয়নে এ পর্যন্ত কোন প্রকার গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয় নাই। অত্র ইউনিয়নের প্রায় বেশীরভাগ পরিবারই অগভীর নলকূপের পানি পান করে। অবশিষ্ট পরিবার নদী, খাল, বিল, পুকুরের পানি ফুটিয়ে পান করে ও পারিবারিক অন্যান্য কাজে ব্যবহার করে।

স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার ব্যবহার বা নিরাপদ স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে ধুবিল ইউনিয়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদের রিংস্লাব বিতরন কর্মসূচী, ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও বিভিন্ন এনজিওদের কর্মকান্ডের কারণে ইউনিয়নের প্রায় ৮৫% পরিবার স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের আওতায় এসেছে।

পশু পালন ঃ

প্রায় ৬০ ভাগ লোক বিভিন্ন প্রকার পশু পালন করে থাকে (সেকেন্ডারী তথ্যানুযায়ী)। এখানে প্রয়োজনীয় চারণভূমি থাকায় গরু, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ইত্যাদি পালন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী অর্থ উপার্জন করে থাকে। তবে অর্থনৈতিক সংকটে অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী পশু পালন করতে পারে না, তবে তারা বসতবাড়ীতে যথেষ্ঠ পরিমানে হাঁস-মুরগী, কবুতর, রাজহাঁস ইত্যাদি পালন করে থাকে।

৪.২। স্থানীয় সমাজ ও জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত বিবরণ

সামাজিক স্তরবিন্যাস ঃ ধুবিল ইউনিয়নে চার শ্রেণীর লোক বসবাস করে । যথা :-

১) গরীব ও ভূমিহীন ঃ ৬৩ %

২) নিম্ন মধ্যবিত্ত ঃ ২২ %

৩) মধ্যবিত্ত ঃ ১১ %

৪) ধনী ঃ ৫% *(তথ্য সূত্র ঃ ইউনিয়ন পরিষদ)* ।

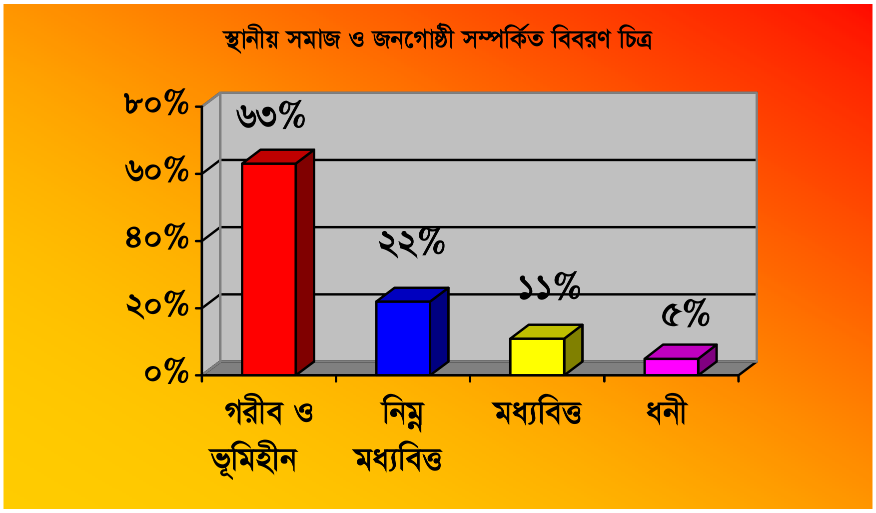

অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা ঃ

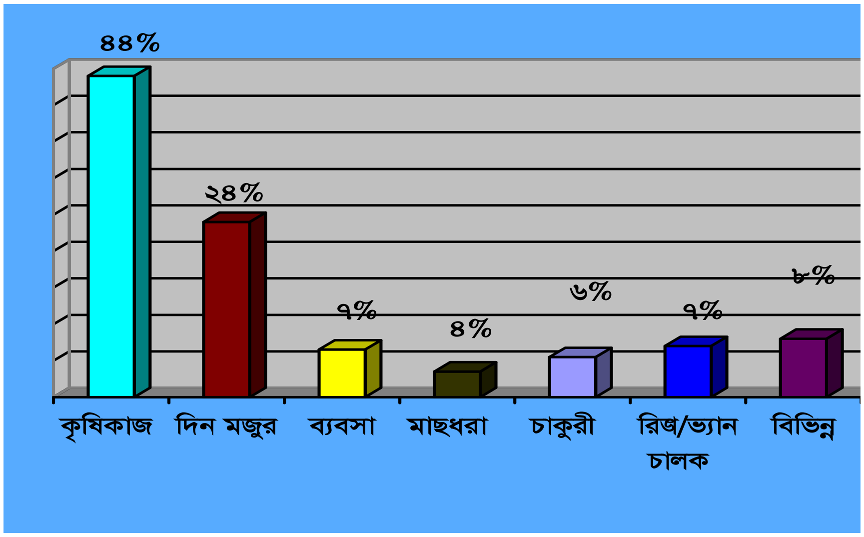

(তথ্য সূত্র ঃ এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ)

ধর্মীয়/সামাজিক দল ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে মূলত: মুসলিম ও হিন্দু ধর্মের লোক বসবাস করে। ইউনিয়নের লোকসংখ্যা প্রায় ৩৮৭২০ জন। এর মধ্যে মুসলিম ৯৪% ও হিন্দু ৫.৮৭ %। ধর্মীয়/সামাজিক ব্যক্তিগণ খুব সুন্দর ভাবে সমাজ পরিচালনা করেন। এখানে সামাজিক ও ধর্মীয় কোন প্রকার বিরোধ নেই। স্ব-স্ব ধর্মের লোক স্বাধীন ভাবে তাদের ধর্ম পালন করে। শুধুমাত্র সামাজিক আচার অনুষ্ঠান যেমন: বিয়ে, জন্ম দিন এবং সমাজের অন্যান্য আচার অনুষ্ঠান সকলেই মিলে মিশে পালন করে থাকে। নারী পূরুষের কোন প্রকার ভেদাভেদ নেই। ছেলেমেয়েরা একসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করে। পূর্বের তুলনায় এখন ছেলে ও মেয়ে উভয়ই সমহারে লেখাপড়া করে। সামাজিক কাজকর্মে এবং চাকুরী করার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। ইউনিয়নে এনজিওদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন ও উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে নারী সমাজ আগের তুলনায় যথেষ্ট সচেতন। পরিবারে নারীরা অর্থ উপার্জনে ও সঞ্চয়ে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ঃ

ধুবিল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামের লোকজনের অংশগ্রহণে এখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন রয়েছে। সামাজিক সংগঠনগুলো ইউনিয়নের সেবা মূলক ও আইনশৃংখলা রক্ষার কাজ করে থাকে। রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের নিজ নিজ সমর্থিত দলের হয়ে কাজ করে। সেই সাথে এলাকার সেবা মূলক কাজকর্মে অংশগ্রহন করে। সামাজিক সংগঠন গুলোর মধ্যে আছে ঃ

- স্থানীয় সরকার পরিষদ।
- স্থানীয় হাট ও বাজার।
- স্থানীয় বিভিন্ন সমিতি।
- ইউপি আনসার ও ভিডিপি।
- গ্রাম সরকার ও
- স্থানীয় বিভিন্ন ক্লাব।

<u>রাজনৈতিক সংগঠন গুলোর মধ্যে রয়েছে ঃ</u>

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ।
- বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ।
- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ।

আওয়ামী লীগ ও জাতীয়তাবাদী দলের সমর্থনই বেশী অন্যান্য দলের অবস্থান বেশ দূর্বল ।

(সূত্র ঃ এফজিডি, ইউনিয়ন পরিষদ)

৫। স্থানীয় দুর্যোগ প্রেক্ষিত ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে বৃষ্টিপাতের ধারা পূর্বের তুলনায় কখনো খুব বেশী আবার কখনো খুব কম। প্রয়োজন অনুসারে বৃষ্টিপাত হয় না। জৈষ্ঠ্য মাস হতে আষাঢ় মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ধারা মাঝে মাঝে এত বেশী যে কৃষি জমির বীজতলা সহ অন্যান্য ফসলাদি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তাপদাহের প্রবণতাও কম নয়। চৈত্র বৈশাখ মাসের খরায় কৃষি জমির বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে উৎপাদন মাত্রা একেবারেই কমে যায়। যার ফলশ্রুতিতে খাদ্যের সংকট দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। ২-৩ বছর পরপর খরা ও শিলাবৃষ্টি উক্ত এলাকার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। নদী ভাঙ্গনের পরিমান অতীতের তুলনায় বর্তমানে খুব বেশী ।

বন্যা উক্ত এলাকার মানুষের বেশী ক্ষতি করে চলেছে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বন্যা খুব বেশী হয়। আবার পানির উচ্চতাও অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন মানুষ অত্যন্ত নিরূপায় হয়ে পড়ে। ভূগর্ভস্থ পানির অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার ফলেই বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের প্রভাব অতি মাত্রাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যার স্থায়িত্বতা ছিল প্রায় ২০-৩৫ দিন পর্যন্ত। বন্যা প্রতি বছর এমনকি বছরে একাধিক বারও মানুষের ক্ষতি করে ।

খরা ও শিলাবৃষ্টির প্রবনতা পূর্বের তুলনায় বেশী হলেও ২-৩ বছর পরপর আসে। এলাকায় কোন লবনাক্ততা লক্ষ্য করা যায় না এবং ভবিষ্যতে ও লবনাক্তার কোন প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না। টর্নেডো অত্র এলাকায় ৬-৭ বছরের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। অত্র ইউনিয়নে শৈতপ্রবাহের কারণে ২-৩ বছর পরপর মানুষের স্বাস্থ্যহা্নী ও ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয় ।

বন্যার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

বিগত ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে যে বন্যা হয়েছিল তা অত্যন্ত ভয়াবহ । ২০০৪ সালে মোটামুটি বন্যা হয়েছিল কিন্তু এতটা ভয়াবহ রূপ ধারন করেনি। তবে জনগণের ঘরবাড়ী ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল ।

ঝড়ের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

ঝড়ে জনগণের জানমাল, কৃষি ফসল ইত্যাদির ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে ২-৩ বছর পরপর কালবৈশাখী ঝড়ে অত্র এলাকার ইরি ধানের ব্যাপক ক্ষতি করে। পূর্বের তুলনায় ঝড়ের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে ।

খরা প্রবণতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে খরায় কৃষি জমি বিভিন্ন ফসলাদি নষ্ট হয়ে জনসাধারনের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছে। তবে কৃষি জমিতে প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা না করলে অত্র এলাকায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে ।

জলাবদ্ধতার ভবিষ্যৎ বাণী ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে জলাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষি জমি সময়মত চাষাবাদের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়না । এর আশু সমাধানের পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে এর ব্যাপকতা আরো বাড়তে পারে ।

নদী ভাঙ্গনের ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে প্রায় প্রতি বছরই নদী তীরবর্তী অঞ্চল ভাঙ্গছে । এর প্রতিরোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহতা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে ।

অতিবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

অতিবৃষ্টিতে কৃষি ফসল, পশু-পাখি ও গাছপালা-র বেশি ক্ষতি করে । ২-৩ বছর পর পর এর ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয় ।

শিলাবৃষ্টির ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

শিলাবৃষ্টিতে কৃষি ফসল, গাছপালা-র বেশি ক্ষতি করে । ২-৩ বছর পর পর এর ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয় ।

কুয়াশার ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

কুয়াশা ক্ষেতের ফসল সহ জন-জীবনের তথা বৃদ্ধ/বৃদ্ধার ও শিশুদের বেশী ক্ষতি করে । বিগত ৫ বছরে দেখা যায় প্রায় প্রতি বছরই ৮-১০দিন স্থায়ী থেকে ঘন কুয়াশা জন-জীবন ও কৃষি ফসলের ক্ষতি করেছে ।

রোগ বালাই এর ভবিষ্যৎ চিত্র ঃ

মৎস ও কৃষি ক্ষেতের ব্যাপক ক্ষতি করে । এর ব্যাপকতা রোধ করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিরাট অন্তরায় হয়ে দাড়াবে ।

৬ । সরকারী/বেসরকারী বরাদ্দ ঃ

টিআর

টিআর এর অধীনে ছোট ছোট প্রকল্প হাতে নিয়ে রাস্তাঘাট, ব্রীজ- কালভার্ট মেরামত এবং সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় ।

কাবিখা ঃ

কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর আওতায় রাস্তাঘাট নির্মান, সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করা হয় । উক্ত কাজগুলো স্থানীয় সরকার এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে । এতে দরিদ্র মানুষের কিছুটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হলেও তা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয় ।

কাবিটা ঃ

কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসুচীর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর ও উপজেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তরের মাধ্যমে ব্রীজ, কালভার্ট নির্মান ও বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজ হয়ে থাকে । যদিও এ সকল বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় নিত্যান্তই অপ্রতুল ।

কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর পরিকল্পনাঃ

২০০৭ অর্থ বছরে কাবিখা, কাবিটা, টিআর এর কোন পরিকল্পনা নেই । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে জানা যায় কেন্দ্র থেকে বরাদ্দ আসার পর (বরাদ্দ অনুযায়ী) পরিকল্পনা করা হয় ।

ভিজিডি ঃ ধুবিল ইউনিয়নে ভিজিডি কার্যক্রম দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে চালু আছে । এ কার্যক্রমের অধীনে প্রতিটি ভিজিডি কার্ডধারীরা ২৫ কেজি হারে প্রতি মাসে পুষ্টি আটা পেয়ে থাকে । ইহাও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ।

(তথ্য সূত্র ঃ ইউপি পরিষদ)

৭ । দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার প্রথাগত প্রস্তুতি ও মোকাবেলার ব্যবস্থা ঃ

ধুবিল ইউনিয়নের জনগণ প্রতিনিয়তই কোন না কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলছে । দূর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

বন্যা ঃ

- অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেয় ।
- স্কুলের মাঠে বা উঁচু রাস্তার উপর আশ্রয় নেয় ।
- গরু, ছাগল নিরাপদ/উঁচু স্থানে সরিয়ে নেয় ।
- কলা গাছের ভেলায় বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ।
- বসত বাড়ীতে মাচান বা টোং (মাচা) বেধে বসবাস করে ।

ঝড় ঃ

- কোন কোন পরিবার ঝড়ের মৌসুম আসার পূর্বেই দূর্বল ঘরবাড়ী মজবুত ও মেরামত করে (সংখ্যায় খুব কম) ।
- কেউ কেউ বাড়ীর আশেপাশে বৃক্ষ রোপন করে (সংখ্যায় খুব কম) ।

খরা ঃ

- কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে (গরীব কৃষকদের পক্ষে যা অত্যন্ত ব্যয় বহুল) ।
- সেচ দিয়ে যে সকল ফসল চাষ করা সম্ভব সে গুলো চাষ করে । যেমন ঃ আউশ, আমন ধান, পাট, ভুট্টা ইত্যাদি ।
- খরাকালীন সময়ে লাউ, কুমড়া জাতীয় সবজি গাছের গোড়ায় কচুরিপানা ও খরকুটা দিয়ে ঢেকে রেখে আদ্রতা ধরে রাখে ।
- বৃষ্টির জন্যে মুসল্লিগণ একসাথে জমায়েত হয়ে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী প্রার্থনা করে, ব্যাঙ এর বিয়ে দেয় ।

জলাবদ্ধতা ঃ

- জলাবদ্ধতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কেউ কেউ সেচের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা প্রভাব নিরসনের চেষ্ট করে।

৮। এলাকা পরিভ্রমনঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে ট আকৃতিতে বসানো হয়। অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে এলাকা পরিভ্রমন শুরু করার পূর্বে তাদের নিকট জানতে চাওয়া হয় কোন পথ/দিক দিয়ে হাটলে স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদ, ভুমির ব্যবহার, নদী-নালা, রাস্তা-ঘাট, বন্যপ্রাণী, জীববৈচিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারনা পাওয়া যাবে। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা পরিভ্রমন করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে (এটা কি, এটা কখন হয়েছে, এটা কে করেছে, কেন করেছে, কোন প্রক্রিয়ায় করেছে ইত্যাদি) তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

৯। এলাকার সার্বিক আপদসমূহ ও বিপদাপন্নতা

৯.১। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আপদসমূহ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ সাবেক ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত স্থানীয় জনগোষ্ঠী (মহিলা, কৃষক, ভূমিহীন ও প্রতিবন্ধী) এনডিপি-র সহায়কদের সহযোগিতায় অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে এলাকার আপদ সমূহ চিহ্নিত করে পরবর্তীতে পরোক্ষ অংশগ্রহন কারীদের সঙ্গে যাচাই করা হয়। ধুবিল ইউনিয়নের চিহ্নিত আপদ সমূহ নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	বর্তমান আপদ সমূহ	ভবিষ্যৎ আপদ সমূহ
০১	বন্যা	বন্যা
০২	ঝড়	ঝড়
০৩	খরা	খরা
০৪	জলাবদ্ধতা	জলাবদ্ধতা
০৫	অতিবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি
০৬	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি
০৭	রোগবালাই	রোগবালাই

চিহ্নিত আপদ সমূহ ধুবিল ইউনিয়নের কৃষি, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো পশুসম্পদ, শিক্ষা যোগাযোগসহ জীবন ও জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতি করে আসছে। ভবিষ্যতে এসব আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি আরও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বেড়ে যেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

৯.২। আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি (*Seasonal Hazard Calendar*)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে ইউ আকৃতিতে বসানো হয়। অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু করা হয়। তাদের কাছে জানতে চাওয়া হয় পূর্ববর্তী সেশন অর্থাৎ আপদের চাপাতি ডায়াগ্রামে তারা কি কি আপদের কথা বলেছেন। সেই অনুযায়ী আপদের নাম এবং বার মাসের নাম ছকে লেখা হয় এবং এই আপদগুলি বছরের কোন মাস থেকে কোন মাস পর্যন্ত চরম আকারে দেখা দেয় এবং কখন কম থাকে, কখন বেশি থাকে আবার কখন থাকে না তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

বন্যা ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ সপ্তাহ হতে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বন্যা দেখা যায়। তবে আষাঢ় মাসের শুরু থেকে বন্যা বেশী হতে থাকে এবং শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে তা বেশী ভয়াবহ রূপ নেয়। আশ্বিন মাসের শুরু থেকে পানি কমতে থাকে এবং কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে তা শেষ হয়ে যায়। বিগত ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে বন্যা ভয়াবহ আকার ধারন করে জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে এবং ২০০৪ সালেও বন্যা হয়েছিল তবে এ সময় জনগণের ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়ায় নাই।

ঝড় ঃ

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে ঝড় শুরু হয়ে চৈত্র-জৈষ্ঠ্য মাসে বেশী হয় এবং শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে ঝড়ের মাত্রা কমে যায় । বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে প্রচন্ড মাত্রায় ঝড় হয়ে জনগণের ঘরবাড়ী ও কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে ।

খরা ঃ খরার প্রবণতা ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হয় এবং তা চৈত্র ও বৈশাখ মাস পর্যন্ত বেশী থাকে আবার জৈষ্ঠ্য মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তা শেষ হয় । অত্যাধিক খরায় উক্ত এলাকার কৃষি ফসলের ক্ষতি ও গবাদি পশুর খাদ্যের সংকট দেখা দেয় ।

জলাবদ্ধতা ঃ

জলাবদ্ধতা আশ্বিনের মাঝামাঝি সময়ে যখন বন্যার পানি কমতে শুরু করে তখন পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থা না থাকার কারণে আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত জলাবদ্ধতা থাকে । এসময় অনেক জমিতে বীজ ধান বোপন ও ইরি ধান রোপন করা সম্ভব হয়না ।

অতিবৃষ্টি ঃ

অতিবৃষ্টি প্রবণতা বিষেশ করে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সময় ও শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি বা শেষ সময়ে হয়ে থাকে । ভাদ্র মাসেও অতিবৃষ্টি হয় । এছাড়াও সামুদ্রিক নিম্ন চাপের কারণে অতিবৃষ্টি হয় । এসময়ে মানুষ ও পশু-পাখির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে ।

শিলাবৃষ্টি ঃ

ফাল্গুন মাসের শুরুতেই শিলাবৃষ্টির প্রভাব শুরু হয়ে চৈত্র মাসে কিছুটা কমতে থাকে তবে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ্য মাসে শিলাবৃষ্টি বেশী হয়ে কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে ।

রোগবালাই ঃ

রোগবালাই সারা বছরই কম বেশি থাকে তবে বিষেশ করে কৃষি ক্ষেতে আষাঢ় মাস ও মাঘ মাসে পরিলক্ষিত হয় এবং মৎস্য ক্ষেত্রে ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি থেকে চৈত্র মাসে বেশি পরিলক্ষিত হয় ।

আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

আপদ	মাসের নাম											
	বৈশাখ	জৈাষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা												
ঝড়												
খরা												
জলাবদ্ধতা												
অতিবৃষ্টি												
শিলাবৃষ্টি												
রোগবালাই												

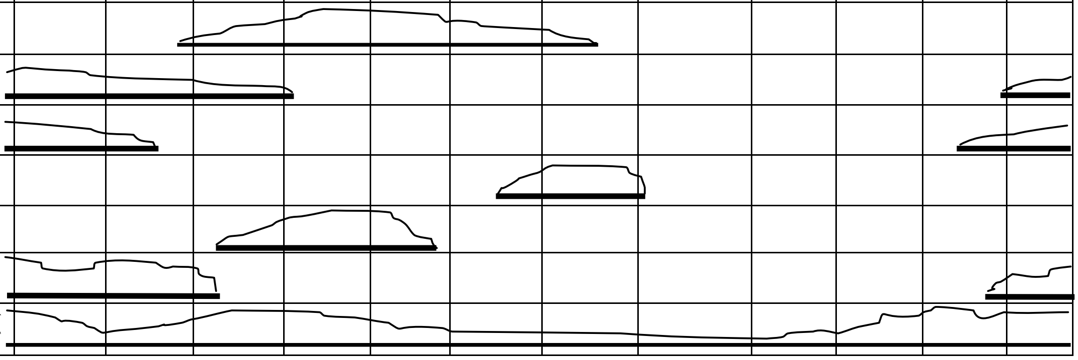

ফলাফল ঃ একটি সমঝোতা ভিত্তিক আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জিতে ঋতু বৈচিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে ।

৯.৩। জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি (Seasonal Livelihood Calendar)

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমে অংশগ্রহণকারী ১০ জনকে ট আকৃতিতে বসানো হয়। অতঃপর কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে মূল আলোচনা শুরু করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তাদের এলাকায় আয় উপার্জনের উৎসগুলি কি কি। সেই অনুযায়ী জীবিকার নাম এবং বার মাসের নাম ছকে লেখা হয় এবং এ জীবিকার উৎস থেকে বছরের কোন কোন মাসে ভাল আয়-রোজগার হয়, আবার কোন কোন মাসে মোটামুটি অথবা কোন কোন মাসে একে বারে মন্দাবস্থা তা রেখা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। এ কাজটি অংশগ্রহণকারীরা স্বত:ফুর্তভাবে চিহ্নিত করেছে।

কৃষি ঃ

চৈত্র মাস হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কৃষিকাজ হয়। আবার চৈত্র মাসে পাটের বীজ বপন হয় এবং আষাঢ় ও শ্রাবন মাসে সংরক্ষণ করা হয়। ভাদ্র মাস হতে মাঘ মাস পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার রবি শস্যের চাষ হয়। এছাড়া ভূট্টা সারা বছরই ব্যাপক ভাবে চাষ হয়।

ক্ষুদ্রব্যবসা ঃ

সারা বছরই ব্যবসার কাজ থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে ব্যবসায় মঙ্গাভাব বিরাজ করে। তবে শ্রাবণের শেষ থেকে-ভাদ্র মাসে ব্যবসায়ীগণ পাটের ব্যবসায় বেশী যুক্ত থাকে। এছাড়াও অত্র এলাকার ব্যবসায়ীগণ ধান, কলাই, ভুট্টা, মরিচ, সহ বিভিন্ন ফসলের মজুত ব্যবসা করে থাকেন।

তাঁত শিল্প ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে তাঁতের কাজ সারা বছরই সমান থাকে তবে ঈদ বা পুঁজার মৌসুমে স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি চলে। অত্র এলাকার প্রায় ২৫% লোক তাঁত শিল্পের সাথে জড়িত।

চাকুরী ঃ

ধুবিল ইউনিয়নে ৫% লোক বিভিন্ন এনজিও, ৫% প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং ৩৫% গার্মেন্টসে চাকুরীরত আছে। সারা বছরই তাদের কাজকর্ম সমানভাবে চলে।

মৎস্যজীবি ঃ

জৈষ্ঠ্য মাস থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত মৎস্য জীবিরা ব্যাপক পরিমানে মাছ শিকার করে। কিন্তু আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত এদের উপার্জন কমে যায়।

দিনমুজুর ঃ দিনমুজুর সারা বছরই কম বেশী থাকে তবে কৃষি কাজ যখন বেশী থাকে মজুরদের চাহিদা তখন বেশী থাকে। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কাজ একটু কম থাকে।

রিক্সা/ভ্যান চালক ঃ

সারা বছরই চালকগণ যানবাহন চালনের সাথে জড়িত। সারা বছরই কম-বেশি আয় রোজগার থাকে।

জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবনযাত্রা	মাসের নাম											
	বৈশাখ	জৈাষ্ঠ্য	আষাঢ়	শ্রাবন	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষি												
ক্ষুদ্র ব্যবসা												
তাঁত শিল্প												
চাকুরী												
মৎস্যজীবি												
দিনমুজর												
রিক্সা/ভ্যান												

ফলাফল ঃ সমঝোতার ম্যাধমে একটি মৌসুমী দিনপুঞ্জি তৈরী করা হয়েছে যার ফলে জীবিকার মৌসুমী ভিত্তিক বৈচিত্র্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে ।

৯.৪ । আপদের ক্ষতির মাত্রা ও সম্ভাব্যতা (Venn Diagram)t

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে ধন্যবাদ জানানোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের এ সেশনে আমন্ত্রন জানানো হয় । অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ জানানো হয় তাদের এলাকায় যে সমস্ত আপদ দেখা যায় তা ব্রাউন পেপারে লিপিবদ্ধ করা হয় । অতঃপর সহয়তাকারী অংশগ্রহণকারী দ্বারা প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন আকৃতির রঙিন গোল কাগজের একেকটি টুকরা একেক আপদ হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য অংশগ্রহনকারীদের অনুরোধ করা হয় । কাগজের আকৃতি ছোট বড় করা হয় আপদটি কি পরিমাণ ক্ষতি করে তার উপর ভিত্তি করে । যে আপদ বেশি ক্ষতি করে তার জন্য বড় কাগজ এবং ক্রমান্বয়ে মাঝারী, ছোট কাগজগুলো ব্যবহার করা হয় । নির্ধারিত কাগজের উপর আপদের নামটি লেখা হয় । অংশগ্রহণকারীগণ ব্রাউন পেপারের উপরের দিকটা উত্তর দিকে করে কাগজের মাঝখানে ইউনিয়নের নাম লিখে । এবার যে আপদ সবচেয়ে বেশী বার ঘটে তা কেন্দ্রবিন্দুর কাছে এবং তারপর পর্যায়ক্রমে দূরে আপদ লেখা গোল কাগজগুলো লাগানো হয় । অতঃপর অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে পুরো সেশনটি পুনরালোচনা করা হয় ।

আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম

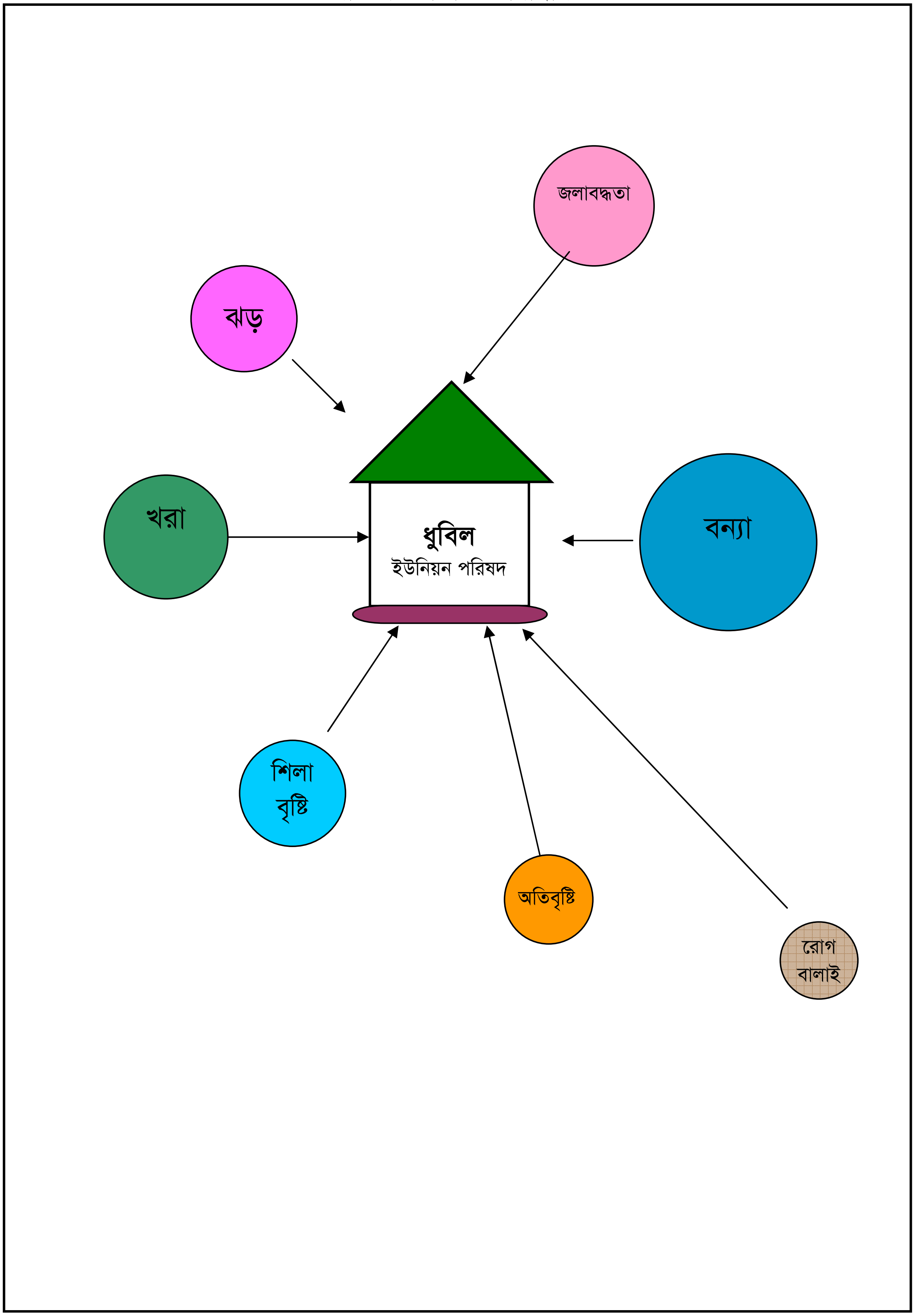

বন্যা ঃ

বন্যা এ ইউনিয়নের জন্য একটি বড় আপদ। প্রতি বছরই এই ইউনিয়নে বন্যা হয় এবং ক্ষয়ক্ষতি করে। তবে ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছে। এ দুটি বন্যায় বাড়ীঘর, ফসল ও জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

ঝড় ঃ

ঝড় ২-৩ বছর পর পর এ ইউনিয়নে সংঘটিত হয়। বিগত ২০০৩ ও ২০০৪ সালে ঝড়ে গাছপালা, ঘরবাড়ী ভেংগে পড়ে এবং কৃষকের কৃষি ফসল ও জনগণের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

খরা ঃ

খরা এই ইউনিয়নের জন্য আরও একটি বড় আপদ। খরায় কৃষি ফসলের বেশ ক্ষতি করে। খরার সময় ডায়রিয়া, আমাশায়, বিশুদ্ধ পানির অভাব, গরমলাগা সহ বিভিন্ন ধরণের রোগ ও অসুবিধা দেখা দেয়।

জলাবদ্ধতা ঃ

জলাবদ্ধতা ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রায় প্রতি বছরই এটি সমস্যা আকারে দেখা দেয়। জলাবদ্ধতার কারণে অনেক কৃষি জমি সময়মত চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হয়না।

অতিবৃষ্টি ঃ

অতিবৃষ্টিও একটি বড় আপদ যা অত্র ইউনিয়নের কৃষি ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। এছাড়াও অধিক বন্যা ও জলাবদ্ধতা অনেক সময় অতিবৃষ্টির কারণেই হয়। এই আপদটি কম-বেশি প্রতি বছরই দেখা যায়।

শিলাবৃষ্টি ঃ

শিলাবৃষ্টিও একটি বড় আপদ যা অত্র ইউনিয়নের কৃষি ফসল, গাছপালা, পশু-পাখি, ঘরবাড়ীর ক্ষতি করে। প্রায় প্রতি বছরই কম-বেশি শিলাবৃষ্টি হয়।

রোগবালাই ঃ

রোগবালাই এই ইউনিয়নের একটি আপদ যা প্রতিবছরই দেখা দেয় এবং কৃষি মৎস্য ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষতি করে।

ফলাফল ঃ সমঝোতার ভিত্তিতে একটি আপদের চাপাতি ডায়াগ্রাম তৈরী হয় এবং তা থেকে আপদ ঘটার সম্ভাবনা ও ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে জানা যায়।

১০। এলাকার সার্বিক বিপদাপন্নতা ঃ

প্রক্রিয়াঃ সাবেক তিনটি ওয়ার্ডে প্রতিটি দলে (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও প্রতিবন্ধী) ২ জন করে সহায়ক তাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ঐক্যমতের ভিত্তিতে তাদের এলাকার বিভিন্ন খাত, সামাজিক উপাদান ও এলাকা সমূহ স্থানীয় আপদ দ্বারা বিপদাপন্ন/ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা চিহ্নিত করা হয় এবং পরিবর্তীতে দল ও ইউনিয়ন ভিত্তিক একত্রীকরন করা হয়। যা নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলোঃ

১০.১। বিপদাপন্ন খাত ঃ

আপদসমূহ	বিপদাপন্নতার খাত সমূহ										
	কৃষি	অবকাঠামো	শিক্ষা	যোগাযোগ	স্বাস্থ্য	অর্থনৈতিক	পশুপালন	খাদ্য	পরিবেশ	মানবসম্পদ	ব্যবসা বাণিজ্য
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ঝড়	■	■	-	■	■	■	-	-	-	-	-
খরা	■	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	-	■	■	-	-	■	■	-
অতিবৃষ্টি	■	■	■	■	-	-	■	-	■	■	■
শিলা বৃষ্টি	■	-	■	-	■	-	-	■	-	-	■
রোগবালাই	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

১০.২। বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদান ঃ

আপদ সমূহ	সামাজিক বিপদাপন্ন উপাদান সমূহ												
	জনগণ	রাস্তাঘাট	নদী নালা	ইউপি ভবন	স্কুল	খেলার মাঠ	হাট বাজার	ঘর বাড়ি	পশু-পাখি	কবরস্থান	ব্রীজ কালভার্ট	কৃষি	পুকুর
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-	-
ঝড়	■	■	-	-	-	■	■	■	-	-	-	-	-
খরা	■	-	-	-	-	■	-	■	-	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-
অতিবৃষ্টি	■	■	-	-	-	■	■	-	■	-	-	■	■
শিলা বৃষ্টি	■	-	-	-	-	-	-	■	■	-	-	■	-
রোগবালাই	■	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	■	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

১০.৩ । বিপদাপন্ন এলাকাসমূহ সমূহ ঃ

আপদসমূহ	বিপদাপন্ন এলাকা সমূহ										
	নীচু জমি	উঁচু জমি	সমতল ভূমি	আবাদি জমি	অনাবাদি জমি	খেলার মাঠ	চারন ভূমি	খাস জমি	কবর স্থান	তাল ভূমি	নদীর তীরবর্তী
বন্যা	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	■
ঝড়	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	-
খরা	■	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
জলাবদ্ধতা	■	-	-	■	-	-	■	-	-	-	-
অতিবৃষ্টি	■	-	■	■	-	■	■	-	-	-	■
শিলা বৃষ্টি	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
রোগবালাই	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-

■ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, - ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

ফলাফল ঃ বিভিন্ন ষ্টেকহোল্ডারদের মতামত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের বিপদাপন্ন খাত, সামাজিক উপাদান, ক্ষেত্র এবং বিপদাপন্ন এলাকার চিত্র পাওয়া যায় ।

১১ । সামাজিক সম্পদ, অবকাঠামো ও বিপন্নতার মানচিত্র

১১.১ । সামাজিক মানচিত্র ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে UDMC এর ১০ জন (পুরাতন তিনটি ওয়ার্ড থেকে ১জন পুরুষ ইউপি সদস্য ও ৩ জন মহিলা সদস্য) অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে একসাথে বসার জন্য আমন্ত্রন জানানো হয় । অতঃপর সামাজিক মানচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নের একটি মানচিত্র তৈরী করতে বলা হয় এবং বিভিন্ন লিজেন্ডের মাধ্যমে গ্রাম, ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সার্বজনীন স্থান যেমনঃ হাটবাজার, মাঠ,ভূমি ব্যবহার, রাস্তাঘাট, নদীনালা,খালবিল, ইত্যাদি চিহ্নিত করা হয় । সামাজিক মানচিত্রে সংকেত চিহ্ন উত্তর দিক নির্দেশক এবং তারিখ ও স্থান দেয়া হয় ।

ফলাফল ঃ একটি সামাজিক মানচিত্র তৈরী এবং ঐ ইউনিয়নের গ্রাম/বসতবাড়ী ভৌত অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, সার্বজনীন স্থান সমূহ, ভূমির ব্যবহার, রাস্তাঘাট ও নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি চিহ্নিত হয় ।

সামাজিক মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে

১১.২ । আপদ মানচিত্র ঃ

প্রক্রিয়াঃ প্রথমে UDMC ১০ জন অংশগ্রহণকারীকে এ সেশনে আমন্ত্রন জানানো হয় । ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ছাড়াও স্থানীয় আমিন এবং যাদের আপদ সমন্ধে ভাল ধারনা রয়েছে যেমনঃ স্কুল শিক্ষক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ইত্যাদি তাদের নিয়ে এ শেসন করা হয় । সহায়ক প্রথমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সাধারনত: যে সকল আপদ সংঘটিত হয় তার একটি তালিকা প্রদর্শন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে ঐ এলাকার নির্দিষ্ট আপদ সংঘটনের স্থান চিহ্নিত করার পদ্ধতি বর্ননা করা হয় । অতঃপর আপদ মানচিত্রের উপর বিস্তারিত আলোচনা করার পর অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমত্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাদের ইউনিয়নের একটি আপদ মানচিত্র অংকন করা হয় যেখানে আপদ সমূহ যেমনঃ বন্যা, খরা, ঝড়, জলাবদ্ধতা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, কুয়াশা ইত্যাদি লিজেন্ড ব্যবহারের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় । সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদের আপদ মানচিত্র তৈরী করতে প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্নসমূহ ব্যবহার করার জন্য অবহিত করা হয় ।

ফলাফল ঃ ইউনিয়নের জন্য একটি সমঝোতা ভিত্তিক আপদের মানচিত্র তৈরী হবে ।

আপদ মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে

১১.৩। ঝুঁকি মানচিত্রঃ

ঝুঁকি মানচিত্র এখানে সংযোজন করতে হবে।

১২।   স্থানীয় ঝুঁকি পরিবেশ ঃ

১২.১। খাত ভিত্তিক ঝুঁকির বিবরণ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ অংশগ্রহণকারীদের মতামত অনুযায়ী গ্রুপ ভিত্তিক (মহিলা,প্রতিবন্ধী,ভূমিহীন ও কৃষক) আপদ সংশ্লিষ্ট ও আপদ সংশ্লিষ্ট নয় এমন ঝুঁকির বিবরণ দেয়া হয়। তারপর খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বিবরণ থেকে যে সমস্ত ঝুঁকি গুলো আপদ সংশ্লিষ্ট নয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি গুলো সকলের সম্মতিতে বাদ দিয়ে ১৬টি গুরুত্বপূর্ন অগ্রহনযোগ্য ঝুঁকি নির্বাচন করা হয়। সেই গুরুত্বপূর্ন অগ্রহনযোগ্য ১৬টি ঝুঁকির বিবরণগুলো নিয়ে অংশগ্রহনকারীদের ভোটাভোটির মাধ্যমে (জিপষ্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করন করা হয়। সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকির তালিকা থেকে প্রথম ১৬ টি ঝুঁকি নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে ।

খাত সংশ্লিষ্ট অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকির বিবরণঃ

আপদ	খাত	ঝুঁকির বিবরণ
বন্যা	কৃষি	ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	রাস্তাঘাট	বন্যার কারনে ধুবিল ইউনিয়নের ৮০ কি: মি: রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।
	রাস্তাঘাট	বন্যার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াত সমস্যা ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে।
	ঘরবাড়ী	বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে।
	রাস্তাঘাট	বন্যার কারনে রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের অসুবিধা হতে পারে।
	কর্মসংস্থান	বন্যার কারনে ভুমিহীনদের কর্মস্থানের ব্যাপক সমস্যা হতে পারে।
শীলা বৃষ্টি	কৃষি	শীলা বৃষ্টির কারনে ৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
জলাবদ্ধতা	কৃষি	জলাবদ্ধতার কারনে ৫৭০ একর জমি সময়মতো চাষের আওতায় আনতে না পেরে ১২০০ কৃষি পরিবার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
খরা	কৃষি	ধুবিল ইউনিয়নে খরার কারনে ৭০০ একর জমি সময়মতো চাষাবাদের আওতায় নেওয়া সম্ভব না হতে পারে।
	কৃষি ও জনজীবন	খরার কারণে ৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৫০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।
ঝড়	কৃষি	ঝড়ের কারনে ৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৭০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
	ঘরবাড়ী	ঝড়ের কারনে ৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে।
অতিবৃষ্টি	কৃষি	অতি বৃষ্টির কারনে ৪৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এবং ২০০ বাড়িঘর নষ্ট হতে পারে।
	কৃষি	জলাবদ্ধতার কারনে ৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।
রোগবালাই	কৃষি	রোগবালইয়ের কারনে ৩০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১২.২ । ঝুঁকির বিশ্লেষন ও মূল্যায়ন ঃ

প্রক্রিয়া ঃ খাত সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসার পর সেখান থেকে চতুর্থ কাজ অর্থাৎ ঝুঁকি নির্বাচন করতঃ অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি অংশগ্রহণকারীদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে চারটি দলের কাজ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিয়ে আসা হয় । যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

ঝুঁকির বিবরণ	সম্ভাব্য পরিনতি	পরিনতির মাত্রা	ঘটার সম্ভাবনা	ঝুঁকির পর্যায়	ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	▪অর্থাভাব দেখা দিতে পারে । ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে । ▪ ব্যাপক পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে । ▪ বীজের অভাব দেখা দিতে পারে । ▪খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে ।	বেশী	২ বছরে একবার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারনে ধুবিল ইউনিয়নের ৮০ কি: মি: রাস্তা ঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে ।	▪ চলাচল ঝুঁকি পূর্ন হতে পারে । ▪ উন্নয়ন ব্যাহত হতে পারে । ▪ ভাড়া বৃদ্ধি পেতে পারে । ▪ ব্যবসা বানিজ্যের ব্যাপক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে । ▪ শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে । ▪ যাতায়াতে সময় বেশি লাগলে পারে ।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ধুবিল ইউনিয়নে খরার কারনে ৭০০ একর জমি সময়মতো চাষাবাদের আওতায় নেওয়া সম্ভব না হতে পারে ।	▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে । ▪ কর্ম-সংস্থানের অবাব দেখা দিতে পারে । ▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে । ▪ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে ।	মাঝারি	২/৩ বছর পর পর	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
অতি বৃষ্টির কারনে ৪৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । এবং ২০০ বাড়িঘর নষ্ট হতে পারে ।	▪ কাজে বেরুতে সমস্যা হতে পারে । ▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে । ▪ কর্ম-সংস্থানের অবাব দেখা দিতে পারে । ▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে । ▪ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে ।	মাঝারি	বছরে ১ বার	মাঝারি	অগ্রহণযোগ্য
ঝড়ের কারনে ৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৭০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	▪ অর্থনৈতিক বিপর্যয় হতে পারে । ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে । ▪ উন্নয়ন কমে যেতে পারে । ▪ স্বাস্থ্য হানি ঘটতে পারে । ▪খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে । ▪ সাভাবিক জীবন ব্যাহত হতে পারে ।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

শীলা বৃষ্টির কারনে ৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।	▪ খাদ্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ জমীর ফসল নষ্ট হতে পারে। ▪ বীজ নষ্ট হতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে।	মাঝারি	২ বছরে এক বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহনযোগ্য
জলাবদ্ধতার কারনে ৫৭০ একর জমি সময়মতো চাষের আওতায় আনতে না পেরে ১২০০ কৃষি পরিবার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	▪ অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪ পরিবেশ দুষিত হতে পারে। ▪খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে।	মাঝারি	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
জলাবদ্ধতার কারনে ৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।	▪পরিবেশ দুষিত হতে পারে। ▪খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ▪অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে।	মাঝারি	বছরে ১ বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
রোগবালইয়ের কারনে ৩০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ কর্ম-সংস্থানের অবাব দেখা দিতে পারে অর্থাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ কৃষক বীজ সংরক্ষণ ক্ষমতা হারাতে পারে ▪ভাল স্থানীয়ভাবে ভাল বীজের অভাব দেখা দেবে। ▪ বেশী বেশী রাসাইনিক ওষুধ ব্যবহার করা লাগতে পারে। ▪ মাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ▪ পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে। ▪ জীববৈচিত্র নষ্ট হয়ে যেতে পারে।	বেশী	২ বছরে এক বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহনযোগ্য
বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	▪ ব্যাপক অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। ▪ শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। ▪জনজীবন বিপন্ন হতে পারে। ▪ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে।	বেশী	বছরে ১বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
ঝড়ের কারনে ৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গ গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	▪ মানুষ গৃহ হারা হতে পারে। ▪ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে ▪ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে। ▪ দারিদ্রতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ▪ প্রতিবন্ধীতার স্বীকার হতে পারে।	বেশী	২ বছরে এক বার	তীব্র ঝুঁকি	অগ্রহনযোগ্য
বন্যার কারনে রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের অসুবিধা হতে	▫দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ▫প্রতিবন্ধীদের সমস্যা আরো বাড়তে পারে। ▫চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হতে পারে।	বেশী	বছরে ১ বার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

পারে।	▫মানবিক বিপর্যয় নেমে আসতো পারে।				
বন্যার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াত সমস্যা ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে।	▪ খাদ্যাভাবের কারনে অপুষ্টিতে ভুগতে পারে। ▪ শিশু মৃত্যর হার বাড়তে পারে। ▪ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ▪ চলাচলের সমস্যা হবে। ▪ চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হতে পারে।	বেশী	২ বছরে একবার	চরম ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য
বন্যার কারনে ভুমিহীনদের কর্মস্থানের ব্যাপক সমস্যা হতে পারে।	▪ ঋণ গ্রস্থ হতে পারে। ▪ খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। ▪ অধিকসুদে টাকা দাদন নেওয়া লাগতে পারে। ▪ সর্বশান্ত হয়ে যেতে পারে। ▪ এলাকা ত্যাগের প্রবনতা বাড়তে পারে।	বেশী	বছরে ১ বার	তীব্র	অগ্রহণযোগ্য
ভুমিকম্পের কারনে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভুমিকম্পের কারনে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।	▪ মানুষের প্রাণহানি ঘটতে পারে। ▪ মানুষ গ্রহহীন হতে পারে। ▪ শিক্ষাব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে।	কম	৫ বছরে ১বার	মাঝারী	অগ্রহনযোগ্য
খরার কারণে ৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৫০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।	▪ পুষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে। ▪ পানি বাহিত রোগের প্রদুর্ভার দেখা দিতে পারে। ▪ অর্থের অভাব হতে পারে। ▪ ঋণগ্রস্থ হতে পারে।	মাঝারী	প্রতি বছর ঘটতে পারে	মাঝারী ঝুঁকি	অগ্রহণযোগ্য

১৩। ঝুঁকি নিরসনের জন্য খসড়া বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রনয়নঃ

১৩.১। ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের সম্ভাব্য উপায় চিহ্নিতকরণ ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে ঝুঁকির অগ্রাধিকার তালিকা প্রদর্শন এবং অংশগ্রহনকারীদের মাঝে আলোচনা করা হয় তারপর ঝুঁকির কারণ বিশ্লেষন (তাৎক্ষনিক, মাধ্যমিক ও চুড়ান্ত) ও নিরসনেরর সম্ভাব্য উপায় (স্বল্প ,মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী) নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিবরণ	কারণ			ঝুঁকি নিরসনের উপায়		
	তাৎক্ষনিক	মাধ্যমিক	চুড়ান্ত	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্তহতে পারে।	❑ বন্যার আগাম সংকেত না থাকা। ❑ রাস্তার দুপাশে বনায়ন ও দুর্বা ঘাস না থাকা। ❑ ব্রীজ সংস্কার ও মেরামত না করা। ❑ রাস্তা উচু না থাকা। ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ ভেঙ্গে যাওয়া।	❑ অধিক হারে গাছ পালা না লাগান। ❑ রাস্তার রক্ষনাবেক্ষনের জন্য কমিটি না থাকা। ❑ অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মান। ❑ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিষ্ক্রিয় থাকা। ❑ নদীর গভীরতা কমে যাওয়া।	❑ আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন। ❑ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অসচ্ছতা। ❑ সরকারি/বেসরকারীভাবে রাস্তা মেরামত ও বন্যারোধে ব্যবস্থা না নেওয়া। ❑ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া।	❑ বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ। ❑ বন্যার পূর্বে ফসল রোপন না করা।	❑ উন্নত বীজের ব্যবহার করা। ❑ সময় উপযোগী বীজ সংগ্রহ করা। ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান। ❑ স্লুইস গেট নির্মান।	❑ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বন্যা সম্পর্কে জনগনকে উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করা। ❑ বৃক্ষ রোপন করা॥
বন্যার কারনে ধুবিল ইউনিয়নের ৮০ কি: মি: রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	❑ উজানে বাধ ভাঙ্গ। ❑ অতিবৃষ্টি। ❑ যথা সময়ে রক্ষনা বেক্ষন না থাকা।	❑ ফারাক্কা বাধের মাধ্যমে পানি নিয়ন্ত্রন করা। ❑ গ্রোয়েন বাঁধ না থাকা। ❑ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়া।	❑ ওজন স্তরের ক্ষতি ❑ জলবায়ুর পরিবর্তন ❑ পরিকল্পিত ভাবে বাধ নির্মান না করা।	❑ নীচু রাস্তা উচু করা। ❑ দ্রুত পানি স্কিাশনের ব্যাবস্থা গ্রহণ করা। ❑ রাস্তাঘাট পুন নির্মান।	❑ রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো। ❑ রাস্তার দুই পাশে ব্লক দেওয়া	❑ পরিকল্পিতভাবে রাস্তা নির্মান করা। ❑ স্লুইস গেট নির্মান ।
ধুবিল ইউনিয়নে খরার কারনে ৭০০ একর জমি	❑ বৃক্ষ নিধন। ❑ পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও	❑ বনভুমি উজাড় ❑ পানির স্তর নিচে নেমে	❑ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তিক গভীর নল	❑ পানি সেচের ব্যাবস্থা করা। ❑ পর্যাপ্ত শ্যালো	❑ সরকারী উদ্যোগে খাল খননের	❑ অধিক হারে বৃক্ষ রোপনে জনগনকে

সময়মতো চাষাবাদের আওতায় নেওয়া সম্ভব না হতে পারে।	বিদ্যুৎ না থাকা ❑ অনা বৃষ্টি।	যাওয়া। ❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া।	কুপের ব্যবস্থা না করা।	ইঞ্জিন ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা। ❑ সরকারী উদ্যোগে গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা।	ব্যবস্থা করা। ❑	উৎসাহিত করা। ❑ গভীর নলকুপ স্থাপন করা।
অতি বৃষ্টির কারনে ৪৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এবং ২০০ বাড়িঘর নষ্ট হতে পারে।	❑ অধিক হারে বৃক্ষ নিধন। ❑ ফসলের বীজ নষ্ট হতে পারে	❑ সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি।	❑ আবহাওয়ার বৈরী মনোভাব/পরিবর্তন। ❑ বৃক্ষ রোপন না করা।	❑ উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন করা। ❑ অতিবৃষ্টি সহনীয় ফসলের চাষ।	❑ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। ❑ বীজ সরবরাহ করতে হবে।	❑ পর্যাপ্ত হারে বনায়নের ব্যবস্থা করা। ❑ বাড়িঘর উাচু করা।
ঝড়ের কারনে ৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৭০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	❑ বসতবাড়ীর পাশে পর্যাপ্ত গাছপালা না হওয়া। ❑ বেলে মাটি হওয়া। ❑ বসতবাড়ীগুলো নীচু স্থানে হওয়া। ❑ গাছ পালা নিধন। ❑ সময় মত আবহাওয়া বার্তা না পৌচানো।	❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া।	❑ বন বিভাগের উদাসিনতা ❑ সচেতনতার অভাব।	❑ সঠিক সময়ে ঝড়ের সঠিক পূর্বাভাস প্রোরণ করা।	❑ কৃষকদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান। ❑ উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন।	❑ জনগনের মধ্যে সরেকারী উদ্যোগে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা। ❑ পর্যাপ্ত হারে াগাছ লাগানো।
শীলা বৃষ্টির কারনে ৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।	❑ ভু পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়া। ❑ বৃক্ষ নিধন। ❑ ফসলের হানি ও বীজ নষ্ট হতে পারে।	❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া।	❑ পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থয়ীভাবে বৃদ্ধি। ❑ জলবায়ুর পরিবর্তন।	❑ উপযুক্ত সময়ে ফসল রোপন করা। ❑ বিজ বিতরণ	❑ শিলাবৃষ্টি সহনীয় ফসল ও শাক সবজির চাষ করা। ❑ বীজ বিতরণ	❑ ফসলের জমির চারপাওেশ পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃক্ষ রোপন করা।
জলাবদ্ধতার কারনে ৫৭০ একর	❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা	❑ স্লুইস গেট না থাকা	❑ অপরিকল্পিত ভাবে রাস্ত	❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা	❑ নতুন খাল খনন করা।	❑ স্লুইস গেট নির্মান

জমি সময়মতো চাষের আওতায় আনতে না পেরে ১২০০ কৃষি পরিবার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	না থাকা । ❑ অতি বৃষ্টি । ❑ অসময়ে বন্যা । ❑ পানি নিস্কাসন ব্যবস্থা না থাকা ।	❑ খাল পূন্ খনন না করা । ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ না থাকা । ❑ স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকা	ঘাট তৈরী ।	করা । ❑ খাল পুন: খনন করা । ❑ স্যানিটেশন ব্যবস্থা করা ।	❑ নদী খনন করা ।	করা । ❑ নদী খনন করা । ❑ ব্রীজ ও কালভাট নির্মান করা ।
জলাবদ্ধতার কারনে ৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে ।	❑ অসময়ে বন্যা । ❑ পানি নিস্কাসন ব্যবস্থা না থাকা । ❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা না থাকা । ❑ অতি বৃষ্টি ।	❑ খাল পূন্ খনন না করা । ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ না থাকা । ❑ স্লুইস গেট না থাকা	❑ অপরিকল্পিত ভাবে রাস্ত ঘাট তৈরী ।	❑ তাৎক্ষনিক সেচের ব্যবস্থা করা । ❑ খাল পুন: খনন করা । ❑	❑ নতুন খাল খনন করা । ❑	❑ নদী খনন করা । ❑ ব্রীজ ও কালভাট নির্মান করা । ❑ স্লুইস গেট নির্মান করা ।
রোগবালইয়ের কারনে ৩০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ।	❑ সময় মত কীট নাসক প্রয়োগ না করা । ❑ কৃষকদের অজ্ঞতা । ❑ সঠিক রোগ সনাক্ত করতে না পারা । ❑ বীজ নষ্ট হতে পারে	❑ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে চাষাবাদ না করা । ❑ কৃষি,মৎস্য অফিসে যোগাযোগ না করা । ❑ সচেতনতার অভাব ।	❑ কৃষি এবং মৎস্য কর্মকর্তাদের উদাসীনতা । ❑ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব ।	❑ কৃষি জমি ও পুকুরে জলাশয় পরিস্থার করা ❑ সঠিক সময়ে সঠিক রোগ সনাক্ত করার ব্যাবস্থা করা । ❑ বীজ বিতরণ	❑ সরকারী উদ্যোগে কীটনাশক কৃষকদের মধ্যে বিতরণ । ❑ প্রে-মেশিনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ ।	❑ উপকারী পাখি প্রজাতি বিলুপ্তি রোধ করা । ❑ জীবানু মুক্ত পোনা ও বীজের ব্যবস্থা করা । ❑ পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা ।
বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে ।	❑ রাস্তা উচু না থাকা । ❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ ভেঙ্গে যাওয়া । ❑ বন্যার আগাম সংকেত না থাকা ।	❑ অধিক হারে গাছ পালা না লাগান । ❑ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি নিস্ক্রিয় থাকা । ❑ নদীর	❑ সরকারি/বেস রকারীভাবে রাস্তা মেরামত ও বন্যারোধে ব্যবস্থা না নেওয়া । ❑ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে	❑ বন্যার সতর্কীকরণ বার্তা প্রেরণ । ❑ বন্যার পূর্বে ফসল রোপন না করা ।	❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান । ❑ স্লুইস গেট নির্মান । ❑ ব্রীজ কালভাট নির্মান	❑ সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বন্যা সম্পর্কে জন গনকে উপযুক্ত

	❑ রাস্তার দুপাশে বনায়ন ও দুর্বা ঘাস না থাকা । ❑ দুর্বল ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী	গভীরতা কমে যাওয়া ।	দীর্ঘস্থায়ী না হওয়া । ❑ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অসচ্ছতা ।		❑ বাড়িঘর উচু করা	প্রশিক্ষনের ব্যাবস্থা করা । ❑ বৃক্ষ রোপন করা৷৷
ঝড়ের কারনে ৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গ গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে ।	❑ সময় মত আবহাওয়া বার্তা না পৌচানো । ❑ পূর্ব প্রস্তুতির অভাব ।	❑ নিকটবর্তি নিরাপদ স্থানের ব্যবস্থা না থাকা । ❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া ।	❑ ওজন স্তরের ক্ষতি ❑ স্থানিয় আবহাওয়া অফিসের উদাসিনতা ।	❑ ঝড়ের পূর্বাভাস দেওয়া । ❑ শক্ত খুটি দিয়ে বাড়ি ঘর নির্মান । ❑ ঘর বাড়ী মেরামত করা ।	❑ সরকারী উদ্যোগে বাড়ী ঘর নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সহায়তা প্রদান	❑ বাড়ীর চারপাশে পর্যাপ্ত বৃক্ষ রোপন করা ।
বন্যার কারনে রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের অসুবিধা হতে পারে ।	❑ বনায়ন না থাকা । ❑ বেলে মাটি হওয়া । ❑ অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা ।	❑ নদীর গভীরতা কমে যাওয়া । ❑ নদীতে চর পড়া । ❑ গ্রোয়েন বাঁধের ব্যবস্থা না থাকা ।	❑ সরকারী/বেসরকারী উদ্দ্যেগে নদী ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা না করা ।	❑ নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা ❑ প্রতিবন্ধীদের খাবারের ব্যবস্থা করা ।	❑ আশ্রয় কেন্দ্রে প্রতিবন্ধিদের অগ্রাধিকার দেওয়া । ❑ বাড়িঘর নির্মানের জন্য ঋাণ সহায়তা	❑ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান । ❑ রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগানো
বন্যার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াত সমস্যা ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে ।	❑ বন্যার আগাম বার্তা না পৌছানো । ❑ পুর্ব প্রস্তুতি না থাকা । ❑ চিচিৎসা কেন্দ্র দুরে হওয়া ।	❑ প্রতিষ্ঠান দুরে হওয়া । ❑ অসময়ে ফারাক্কার পানি ছাড়া । ❑ পূর্ব প্রস্তুতি না থাকা ।	❑ জলবায়ুর পরিবর্তন ❑ সরকারী/নিজের উদ্যোগে বন্যা রোধে ব্যবস্থা না করা । ❑ বৃক্ষ নিধন ।	❑ সরকারী উদ্যোগে এবং এনজিও দের সহায়তায় নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া ও চিকিৎসা সেবা পদ্রান করা । ❑ গর্ভবতী মহিলাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান ।	❑ আশ্রয় কেন্দ্রে ঘর্ভবতীদের জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা ।	❑ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান করা ।
বন্যার কারনে ভুমিহীনদের কর্মস্থানের ব্যাপক	❑ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ ভেঙ্গে যাঁয়া	❑ বৃক্ষ নিধন ❑ অসময়ে বন্যা	❑ জলবায়ুর পরিবর্তন । ❑ বৃক্ষ নিধন ।	❑ ত্রান সামগ্রী বিতরন করা	❑ কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা	❑ সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা ।

সমস্যা হতে পারে।	❑ অতি বৃষ্টি ❑ পূর্ব প্রস্তুতির অভাব				করা।	
ভুমিকম্পের কারনে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভুমিকম্পের কারনে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।	❑ কোন রকম পূর্বভাস না পাওয়া	❑ নরম ভীতের উপর বাড়ঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।	❑ অপরিকল্পিতভাবে বাড়িঘর ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মান করা।	❑ জনগনের মাঝে সচেতনতা গড়ে উঠা।	❑ ভুমিকম্পের ফলে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া।	❑ পরিকল্পিত ভাবে বাড়ঘর নির্মান করা।
খরার কারণে ৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৫০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।	❑ অনাবৃষ্টি। ❑ গভীর নলকুপের সাহায্যে সেচ কার্য পরিচালনা না করা।	❑ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।	❑ ওজন স্তরের ক্ষতি। ❑ পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়া। ❑ ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন।	❑ পর্যাপ্ত শ্যালো ইঞ্জিন ও গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা।	❑ সরকারী উদ্যোগে বিদ্যুত চালিত গভীর নলকুপের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা করা।	❑ সরকারী উদ্যোগে খাল খননের ব্যবস্থা করা। ❑ বৃক্ষ রোপন করা। ❑ আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন।

১৩.২ । ঝুঁকিহ্রাসের উপায় ও কৌশল সমন্বয়করণ

ঝুঁকিহ্রাস উপায়/কৌশল	কোন কোন ঝুঁকিহ্রাস করবে?
বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান	❑ ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে । ❑ নদী ভাঙ্গনের ফলে ইউনিয়নের ২৫০টি ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ৭টি গ্রামের ২৪০ পরিবার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে , ২০০ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ❑ বন্যার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াত সমস্যা ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে ।
বৃক্ষ রোপন করা	❑ বন্যার কারনে রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের অসুবিধা হতে পারে । ❑ ঝড়ের কারনে ৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে । ❑ নদী ভাঙ্গনের ফলে ইউনিয়নের ২৫০টি ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ৭টি গ্রামের ২৪০ পরিবার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে , ২০০ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
বন্যা ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জনগনের মাঝে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	❑ ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে । ❑ নদী ভাঙ্গনের ফলে ইউনিয়নের ২৫০টি ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ৭টি গ্রামের ২৪০ পরিবার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে , ২০০ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ❑ ঝড়ের কারনে ৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে ।
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	❑ ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে । ❑ নদী ভাঙ্গনের ফলে ইউনিয়নের ২৫০টি ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে ৭টি গ্রামের ২৪০ পরিবার চরম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে , ২০০ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে । ❑ বন্যার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াত সমস্যা ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে । ❑ বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে ।
গভীর নলকুপ স্থাপন	❑ খরার কারণে ৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৫০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে ।
খাল খনন করা	❑ জলাবদ্ধতার কারনে ৫৭০ একর জমি সময়মতো চাষের আওতায় আনতে না পেরে ১২০০ কৃষি পরিবার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে । ❑ খরার কারণে ৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৫০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে ।

১৩.৩। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে প্রাধান্যকৃত অগ্রহনযোগ্য ঝুঁকির তালিকা হতে অংশগ্রহনকারীদের মাঝে উপস্থাপন করা হয় এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে ৫টি সর্বাধিক অগ্রহনযোগ্য ঝুঁকি নির্বাচন করা হয় এবং এই ৫টি ঝুঁকি বিবরণের বিপরীতে অর্গ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি নিরসনের উপায় লেখা হয়। এ ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি থেকে প্রথম ২টি উপায়, দ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি থেকে প্রথম ২টি উপায় এবং তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি থেকে প্রথম ১টি করে উপায় অগ্রাধিকার তালিকা করা হয় যা উপায় বাস্তবায়ন খসড়া পরিকল্পনায় আছে। নিম্নে ৭টি উপায় বাস্তবায়নের জন্য ৫টি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অগ্রাধিকার নির্ধারন দেওয়া হলোঃ

ঝুঁকির বর্নণা	ঝুঁকির ব্যবস্থাপনার অর্গ্রাধিকার
ধুবিল ইউনিয়নে বন্যার কারনে ৩৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৩০০০ টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	১
ধুবিল ইউনিয়নে খরার কারনে ৭০০ একর জমি সময়মতো চাষাবাদের আওতায় নেওয়া সম্ভব না হতে পারে।	২
বন্যার কারনে ধুবিল ইউনিয়নের ৮০ কি: মি: রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	৩
খরার কারণে ৪০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪৫০ টি পরিবারে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে সেইসাথে এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সংকট দেখা দিতে পারে।	৪
জলাবদ্ধতার কারনে ৫৭০ একর জমি সময়মতো চাষের আওতায় আনতে না পেরে ১২০০ কৃষি পরিবার দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	৫
জলাবদ্ধতার কারনে ৩৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।	৬
রোগবালইয়ের কারনে ৩০০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	৭
বন্যার কারনে ৭০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	৮
বন্যার কারনে রাস্তাঘাটের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে প্রতিবন্ধীদের চলাচলের অসুবিধা হতে পারে।	৯
অতি বৃষ্টির কারনে ৪৫০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৪০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এবং ২০০ বাড়িঘর নষ্ট হতে পারে।	১০
ঝড়ের কারনে ৩০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে ২৭০ টি পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	১১
বন্যার কারনে কর্মজীবি মহিলাদের যাতায়াত সমস্যা ও গর্ভবতী মহিলাদের দ্রুত চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে।	১২
বন্যার কারনে ভুমিহীনদের কর্মস্থানের ব্যাপক সমস্যা হতে পারে।	১৩
ঝড়ের কারনে ৩০০ পরিবারের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গিয়ে ২৫০ পরিবার গৃহহারা হতে পারে।	১৪
শীলা বৃষ্টির কারনে ৭০০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে।	১৫
ভুমিকম্পের কারনে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। ভুমিকম্পের কারনে বাড়িঘর ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুনভাবে ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে।	১৬

১৩.৪ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (মূল উপায়)ঃ

মূল উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/সামাজিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান	▫ বন্যার হাত থেকে ফসলাদি বাড়ীঘর পশুসম্পদ ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা ।	▫ পানি উন্নয়নবোর্ড দাতাগোষ্টির সাথে ইউপির সহযোগিতার্মলক আলোচনা	▫ পানিউন্নয়ন বোর্ড ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও কারিগরি ও দাতা গোষ্ঠির আর্থিক সহযোগিতা ।	▫ বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ইউনিয়নটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে ।	▫ ইউপি পরিষদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে এর স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করতে হবে ।
গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা ।	☐ খরার সময় পানির চাহিদা মেটানো । ☐ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন জলাবদ্ধতা দূর করা ।	☐ রাজনৈতিক ভাবে নেতিবাচক প্রভাব পরবেনা । ☐ চাষাবাদের ব্যাপক সুবিধা হবে । ☐ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে ।	☐ জনস্বাস্থ্য বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন । ☐ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন ।	☐ খরার সময় পানির চাহিদা পুরন হলে কৃষক উপকৃত হবে । ☐ মানুষ শান্তিতে থাকবে ।	☐ কমিটি গঠন করে এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে ।
খাল খনন করা ।	☐ সেচের জন্য পানি সংরক্ষন ☐ জলাবদ্ধতা দূর করা ।	☐ চাষাবাদের ব্যাপক সুবিধা হবে । ☐ সাময়িকভাবে কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে ।	☐ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট থেকে কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন । ☐ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন ।	☐ জলাবদ্ধতা দূর হলে পরিবেশের সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে ।	☐ প্রয়োজন অনুযায়ী ড্রেজিং করে খালের গভীরতা রক্ষা করতে হবে ।

১৩.৫ । বাস্তবায়নের প্রভাব বিশ্লেষন (বিকল্প উপায়)ঃ

বিকল্প উপায়	উদ্দেশ্য	রাজনৈতিক/সামাজিক	কারিগরি/অর্থনৈতিক	পরিবেশগত	স্থায়িত্ব
বৃক্ষ রোপন করা	□ ঢেউয়ের কবল থেকে রাস্তা রক্ষা করা । □ পরিবেশের উন্নয়ন । □ রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি । □	□ রাজনৈতিকভাবে কোন প্রভাব নেই তবে সামাজিকভাবে লোক জন খুব উপকৃত হবে । □	□ বন বিভাগের নিকট থেকে কারিগরি সাহার্য প্রয়োজন । □ সরকার ও দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সামায্য প্রয়োজন ।	□ গাছ লাগালে পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি হবে ।	□ কমিটি গঠন এবং লোকবল নিয়োগ করে গাছপালার স্থায়ীত্ব এবং রক্ষনা বেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে ।
জনগনের মাঝে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ।	□ সহজে বন্যা মোকাবেলা করতে পারবে ।	□ সকলে উপকৃত হবে । □ ব্যক্তি সমাজ সকলে উপকৃত হবে ।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় ।		দুর্যোগকালীন সময়ে শিখণ গুলি কাজে লাগানো ।
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	□ দুর্যোগকালীন সময়ে জনগনের জান মালের নিরাপেত্তা বিধান □ গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপত্তা বিধান । □ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নিরাপত্তা বিধান ।	□ রাজনৈতিকভাবে কিান প্রভাব নেই তবে সামাজিকভাবে লোকজন উপকৃত হবে । □	□ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের কারিগরি সাহায্য প্রয়োজন । □ সরকারী এবং দাতা সংস্থার নিকট থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রয়োজন ।	□ আশ্রয় কেন্দ্রের চার পাশে গাছ লাগালে পরিবেশের ভারসাম্য উন্নত হবে ।	□ কমিটি গঠন এবং লোকবল নিয়োগ করে এর স্থায়ীত্ব ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করতে হবে ।

১৩.৬। চলমান কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতা

ঝুঁকি নিরসনের উপায়	চলমান কার্যক্রম	সীমাবদ্ধতা
বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
বৃক্ষ রোপন করা	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
জনগনের মাঝে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা।	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব
খাল খনন করা।	❑ পর্যাপ্ত নয়	অর্থের অভাব

১৩.৭। বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (মূল উপায়)ঃ

প্রক্রিয়া ঃ প্রথমে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খসড়া উপায় বাস্তবায়নের ছক অংশগ্রহনকারীদের মাঝে প্রদর্শন ও আলোচনা করা হয়। নিম্নের ছক অনুযায়ী অংশগ্রহনকারীদের কাছ থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খসড়া উপায় থেকে কে করবে,কখন,কিভাবে,কোথায়,অনুমিত ব্যয় এবং বিবেচনা ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের মতামত নেয়া হয়। যা নিম্নের টেবিলে বিস্তারিত দেয়া হলোঃ

মূল উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
বন্যা নিয়ন্ত্রন বাধ নির্মান	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও পানি উন্নয়ন বোড	□ নভেম্বর থেকে এপ্রিলে	❑ দাতাগোষ্ঠি ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায়	ধুবিল কাটারমহল খাল হতে ঝাঐল পর্যন্ত নদীর দুই পাশে	আনুমানিক ৮০ লক্ষ টাকা	□ জমির মালিক ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে।
গভীর নলকুপের ব্যবস্থা করা।	কৃষি মন্ত্রনালয় এলজিইডি	□ বর্ষা বাদে যো কোন সময়	❑ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তায়	□ ইউনিয়নের প্রতিটি ব্লকে ৩ টি করে।	২ কোটি টাকা	□
খাল খনন করা।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও	নভেম্বর থেকে এপ্রিলে	o এলসিএস এর মাধ্যমে o স্থানীয় সরকার এবং ঠিকাদার এর মাধ্যমে	o ধুবিল ইউনিয়নের কাটার খাল পূনঃ খনন o ঝাঐল বিল হতে গধার দিঘি পর্যন্ত ১টি খাল খনন করতে হবে।	১ কোটি টাকা	□

১৩.৮ । বাস্তবায়নযোগ্য খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (বিকল্প উপায়)ঃ

বিকল্প উপায়	কে করবে	কখন	কিভাবে	কোথায়	অনুমিত ব্যয়	বিবেচনা
বৃক্ষ রোপন করা	❑ বন বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসন ।	বর্ষা মৌসুমে উপযুক্ত সময় বিবেচনা করে ।	❑ স্থানীয় বাস্ত বায়ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে ।	ইউনিয়ন ব্যাপী রাস্তার দুই পাশে বাধে খাস জমিতে ও বাড়ীর আসে পাশে ফাকা জায়গায় গাছ লাগাতে হবে ।	৫০ লক্ষ টাকা	□
জনগনের মাঝে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ।	❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও ও এসজিও এর মাধ্যমে	সুবিধামত সময়ে	❑ ইউপি পরিষদের লোকবল দিয়ে ।	ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ।	১০ লক্ষ টাকা	□
আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান	□ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রনালয় মাধ্যম পিআইও	□ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে	□ স্থানীয় সরকারের সহযোগীতায় ।	□ ধুবিল ইউনিয়নের দুর্যোগ প্রবন এলাকায়	৮০ লক্ষ টাকা	□

১৪। ঝুঁকি নিরসনের উপায়সমূহ বাস্তবায়নে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা

১৪.১। সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারদের মতামত ঃ

- ধুবিল ইউনিয়নের কাটার খাল পূন খননে পরামর্শ দেন।
- রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে ফাগুন চৈত্র মাসের পরিবর্তে শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ পৌষ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত বর্ধিত করার মতামত দেন।
- বাস্তবায়নযোগ্য সকল কাজ ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও গণ্যব্যক্তিবর্গের যৌথ সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে কাজ করার মতামত দেন।
- রাস্তার স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির জন্য একটি রক্ষনাবেক্ষন কমিটি গঠন করার মতামত দেন।

১৫। চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষনীয় বিষয়ঃ

চ্যালেঞ্জ ঃ

- উপযুক্ত অংশগ্রহণকারী বিশেষ করে প্রতিবন্ধী ও নারী অংশগ্রহণকারী নির্বাচন ।
- সরকারী কর্মকর্তা বিশেষ করে উপজেলা পরিষদের অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা।
- সার সংকট থাকায় কৃষক শ্রেনীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহ নিশ্চিত করা।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

- কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের প্রথম দিকে তথ্য প্রদানে মতামত দেওয়ার প্রবনতা কম থাকলেও পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে তাদের মতামত দেওয়ার প্রবণতা বেশী লক্ষ্য করা যায়।
- এ ধরনের কর্মশালায় স্থানীয় জনগোষ্ঠির বিশেষত নারী প্রতিবন্ধী ও ভুমিহিন অংশগ্রহণকারীগণ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রনয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।
- সিআরএ প্রক্রিয়াটি অত্যান্ত কার্যকরী ছিলো যার ফলে জনগোষ্ঠির মতামতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে।

১৬। উপসংহার ঃ

ইউনিয়নের জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন আপদের সাথে যুদ্ধ করে জীবনযাপন করছে। সিআরএ কর্মশালার মাধ্যমে বের হয়ে এসেছে উক্ত ইউনিয়নের বিভিন্ন আপদের ঝুঁকি এবং নিরসনের উপায়। কর্মশালা চলাকালীন সময়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ভূমিহীন, প্রতিবন্ধী, নারী ও কৃষক দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল প্রানবন্ত ও স্বতঃস্ফুর্ত এবং তারা সিআরএ সকল পদ্ধতিকে অনুসরন করে অত্যন্ত সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে তাদের এলাকার বিভিন্ন তথ্যাদি প্রদান করেছেন। এছাড়া কর্মশালার প্রথম ও চুড়ান্ত পরিকল্পনায় পরোক্ষ স্টেকহোল্ডাগণ মতামত প্রদান করায় চুড়ান্ত পরিকল্পনাটি সংযোজন বিয়োজন করাতে পরিকল্পনাটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিকল্পনাটি আংশিকও যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে প্রকৃত অর্থে জনগোষ্ঠির ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

পরিশিষ্ট:

স্টেকহোল্ডার পরিচিতিঃ

ধুবিল ইউনিয়ের "জগগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরুপন ও নিরসন কর্মপরিকল্পনা" কর্মশালায় অংশগ্রহনকারী প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী

প্রাইমারী স্টেকহোল্ডার

ক্রঃ নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	বয়স	গ্রাম	দল	ওয়ার্ড নং
০১	নূরুল ইসলাম	পিতা: মাহমুদ	৫৫	খারিজা ঘুঘাট	প্রতিবন্ধী	৩
০২	নূর ইসলাম	,, কোরবান আলী	৩৮	গুপিনাথপুর	প্রতিবন্ধী	৬
০৩	আ: মালেক	,, আয়নুল হক	১৯	মেহমানশাহী	প্রতিবন্ধী	১
০৪	হোসনে আরা	স্বামী এবাদ আলী	২৮	ঝাউল	প্রতিবন্ধী	৪
০৫	খোদেজা	,, ওসমান গনি	৩৫	সাতকুশী	প্রতিবন্ধী	৭
০৬	হাসনা ভানু	,, ইমাম আলী	৩৮	ঝাউল	প্রতিবন্ধী	৩
০৭	ইসমতারা	স্বামী হায়দার	৩৫	ঝাউল	মহিলা	৪
০৮	রহিমা	,, ভাষা	২৯	খারিজা ঘুঘাট	মহিলা	২
০৯	ছকিনা	,, হোসেন আলী	৩২	বেতুয়া	মহিলা	৭
১০	মনোয়ারা	,,আ: রহমান	৪০	মালতিনগর	মহিলা	৫
১১	চানবি	,,আলতাফ হোসেন	৪২	,,	মহিলা	৫
১২	হেনা খাতুন	পিতা: এরফান	২৫	নৈপাড়া	মহিলা	৯
১৩	শফিকুল	পিতা: ইউসুফ আলী	৪৮	ঝাউল	কৃষি	৪
১৪	ফরমান রহমান	,, কলিমুদ্দিন	৫০	শ্যামের গন	কৃষি	৮
১৫	শফিকুল ইসলাম	,, হায়দার	৪৫	চৌধুরি ঘুঘাট	কৃষি	৫
১৬	ফারুখ হায়দার	,, জামাল উদ্দিন	৩৮	মেহমানশাহী	কৃষি	১
১৭	শোহরাব হোসেন	মরফীন আলী	৫২	নৈপাড়া	কৃষি	৯
১৮	আলমাছ	মুসলিম উদ্দিন	৩২	কাটার মহল	কৃষি	২
১৯	ওহাব আলী	ময়দান আলী	৪৫	ঝাউল	ভূমিহীন	৪
২০	নুরহোসেন	মজিদ সেখ	৩৮	খারিজা ঘুঘাট	ভূমিহীন	২
২১	মহাদেব	ঘুটুরাম	৩৫	মেহমানশাহী	ভূমিহীন	১
২২	শমশের আলী	আজিমুদ্দিন	৪৫	চৌধুরি ঘুঘাট	ভূমিহীন	৫
২৩	কামাল হোসেন	মজিবর সরকার	৪৪	বেতুয়া	ভূমিহীন	৭
২৪	রবিন্দ্রনাথ	শিবচরন	৩৮	আমসাড়া	ভূমিহীন	৭

সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডার

ক্রঃ নং	নাম	বয়স	ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
০১	মো: আ: রহমান	৫৫	ধুবিল	উপসহকারী কৃষি অফিসার	
০২	মো: নজরুল ইসলাম	৫০	ধুবিল	..	
০৩	মো: আক্তারুজ্জামান (মুন্নু)	৫৫	ধুবিল	চেয়ারম্যান	
০৪	মো: আশরাফ আলী	৫৫	ধুবিল	সচিব	
০৫	মো: আ: মান্নান	৩০	ধুবিল	শিক্ষক প্রতিনিধি	
০৬	কহিনুর বেগম	৩৩	ধুবিল	সমাজসেবী	

সংযুক্তিঃ

সিআরএ কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের ছবি

ধুবিল ইউনিয়নে সিআরএ কালিন অংশগ্রহণকারী ভূমিহীন দল
চুড়ান্ত পরিকল্পনা সকলের সামনে উপস্থাপন করছেন ।